তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

সংবাদ ত্রিপুরা

দ্বিতীয় সংখ্যা ■ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

সংবাদ ত্রিপুরা

সেপ্টেম্বর, ২০২৪

(১-৩০ সেপ্টেম্বর)

আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ : চিফ মিনিস্টার্স ওয়ার রুমে মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সভা

২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সভাপতিত্বে আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফরমেশনের চিফ মিনিস্টার্স ওয়ার রুমে আয়োজিত সভায় আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সহ বিভিন্ন বিভাগে ফ্যাকাল্টি নিয়োগ, পিএম-ডিভাইন প্রকল্পে নির্মীয়মান কলেজ বিল্ডিং-এর বর্তমান অবস্থা, ২৫০ আসন বিশিষ্ট বয়েজ ও গার্লস হোস্টেল নির্মাণ, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি, কলেজের জন্য ডেন্টাল ভ্যানের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় ডেন্টাল কলেজের বিভিন্ন বিষয়ের পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজের সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে ডেন্টাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার যে নিয়মনীতি ও নির্দেশিকা রয়েছে তা অনুসরণ করেই সমস্ত কাজ করতে হবে। বিভিন্ন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে পিআরটিসি বাধ্যতামূলক করতে হবে। তবে কোনও পদের যোগ্য প্রার্থী রাজ্যে পাওয়া না গেলে পিআরটিসির ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। ডেন্টাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার কলেজ পরিদর্শন করার পূর্বেই সমস্ত উদ্যোগ কার্যকর করার উপর মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন।সভায় স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজের পঠন-পাঠন সহ পরিকাঠামোগত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করেন।

পিএম-জনমন প্রকল্প: জিরানীয়া মহকুমায় শিবির

২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : পার্টিকুলারলি ভার্নারেবল ট্রাইবেল গ্রুপের পরিবারগুলিকে পিএম-জনমন প্রকল্পে ১০০ শতাংশ সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে জিরানীয়া মহকুমা কার্যালয় প্রাঙ্গণে এক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে পিএম কিষাণের জন্য ১টি, কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের জন্য ১টি, ২টি এসটি সার্টিফিকেট, ৬টি জনধন যোজনা, ১৪টি আয়ুষ্মান ভারত কার্ড, ১টি রেশন কার্ড, ১টি বনাধিকার আইনে জমির পাট্টার আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। তাছাড়াও আধার নিবন্ধীকরণ ও স্বাস্থ্য শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক শান্তিরঞ্জন চাকমা, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক অনিমেষ ধর ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

কসবেশ্বরী কালিমন্দির প্রাঙ্গণে ঐতিহ্যবাহী ভাদ্রমেলার উদ্বোধন : পর্যটন শিল্পের বিকাশের মধ্য দিয়ে মানুষকে আত্মনির্ভর করার প্রয়াস নিয়েছে সরকার - পর্যটনমন্ত্রী

২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : পর্যটন শিল্পের বিকাশের মধ্য দিয়ে আরও বেশী মানুষকে আত্মনির্ভর করার প্রয়াস নিয়েছে সরকার। কমলাসাগরে কসবেশ্বরী মন্দির ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার উন্নয়নে ১৮ কোটি টাকা এবং ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার উন্নয়নে ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই দুটি জায়গাকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষনীয় করে তোলা হচ্ছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের সহায়তায় পর্যটন উন্নয়ন নিগম এই প্রকল্প রূপায়ণ করছে। গতকাল কমলাসাগরে কসবেশ্বরী কালিমন্দির প্রাঙ্গণে দুইদিনব্যাপী ঐতিহ্যবাহী ভাদ্রমেলার উদ্বোধন করে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। ভাদ্রমেলার উদ্বোধন করে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, বিভিন্ন মেলা, উৎসবের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি আরও সুদৃঢ় হয়। ঐক্য, সংহতি ও সম্প্রীতি অক্ষুন্ন থাকলে যেকোন জায়গার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। তাই রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য শান্তি, সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখতে হবে। সাম্প্রতিক বন্যার কথা উল্লেখ করে পর্যটনমন্ত্রী বলেন, বন্যা বিশ্বস্ত মানুষের সাহায্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য রাজ্য সরকারও ঝাঁপিয়ে পড়েছে। রাজ্য সরকারের এই কাজে সবাইকে সামিল হওয়ার জন্য পর্যটনমন্ত্রী আহ্বান জানান। দু'দিনব্যাপী ভাদ্রমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিধায়ক অন্তরা সরকার দেব। বক্তব্য রাখেন খাদি ও গ্রামোন্নয়ন পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুশান্ত দেব।

রাজ্যসভার উপনির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী রাজীব ভট্টাচার্য জয়ী

৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : ত্রিপুরা থেকে রাজ্যসভার একমাত্র আসনের উপনির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী রাজীব ভট্টাচার্য জয়ী হয়েছেন। রাজীব ভট্টাচার্য পেয়েছেন ৪৭টি ভোট। বিজিত প্রার্থী সিপিআই (এম) দলের সুধন দাস পেয়েছেন ১০টি ভোট। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা বিধানসভার লবিতে আজ সকাল থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। ভোট গ্রহণের পর ভোট গণনা করা হয়।

মোহিনী মোহন চাকমা স্মৃতি পুরস্কার পেলেন সংগীত শিল্পী অভিক কুমার চাকমা

৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : মোহিনী মোহন চাকমা স্মৃতি পুরস্কার পেলেন আধুনিক চাকমা সংগীতের শিল্পী অভিক কুমার চাকমা। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আজ এক অনুষ্ঠানে অভিক কুমার চাকমার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী। রাজ্য সরকার এবছর থেকেই মোহিনী মোহন চাকমা স্মৃতি পুরস্কার চালু করেছে। পুরস্কার হিসেবে তিনি পেয়েছেন স্মারক, মানপত্র ও ২০ হাজার টাকা। এখন থেকে প্রতি বছরই চাকমা সংগীত, শিল্প ও সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য একজনকে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। মোহিনী মোহন চাকমা স্মৃতি পুরস্কারপ্রাপক অভিক কুমার চাকমা আধুনিক চাকমা সংগীতে একজন প্রথিতযশা শিল্পী। তাঁর বাড়ি পেঁচারথলের মাছমারায়। চাকরিসূত্রে তিনি বর্তমানে মিজোরামে থাকেন। উল্লেখ্য, প্রয়াত মোহিনী মোহন চাকমার বাড়ি পেঁচারথলের মাছমারায়। ১৯৪৭ সালে লেদেরাই দেওয়ান এম ই স্কুলে তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন। শিশু শিক্ষার প্রসারে তিনি তাঁর মায়ের নামে জমি দান করেন এবং সেখানে তারকাদেবী সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯৭০ সালে মাছমারায় তারই উদ্যোগে চাকমা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। ১৯৭৩ সালে মোহিনী মোহন চাকমার তত্ত্বাবধানে প্রথম চাকমা সাহিত্য পত্রিকা 'দলক' প্রকাশিত হয়। তাঁরই পরামর্শে ও তত্ত্বাবধানে ১৯৭৪ সালে মাছমারায় প্রথম বিজু উৎসব শুরু হয়। ১৯৭৫ সালে মোহিনী মোহন চাকমার আন্তরিক প্রচেষ্টায় আকাশবানী আগরতলা কেন্দ্র থেকে প্রথম চাকমা ভাষায় সংগীত প্রচার শুরু হয়েছিল। প্রথম চাকমা সংগীত পরিবেশন করেন ফুলুরানী চাকমা। ১৯৮৩ সালে রাজ্য সরকার চাকমা ভাষা উন্নয়ন উপদেষ্টা কমিটিতে মোহিনী মোহন চাকমাকে সদস্য হিসেবে মনোনীত করে। চাকমা লিপিমালা প্রচলনের জন্য তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত চাকমা লিপি সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তিনি কোচিং ক্লাস পরিচালনা করেন। ১৯৯৩ সালে তিনি ৫ বছরের জন্য ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের মনোনীত সদস্য হন। ২০১৪ সালে ২৪ ডিসেম্বর চাকমা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির আলোর দিশারী মোহিনী মোহন চাকমা প্রয়াত হন। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কনফারেন্স হলে আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সভাপতি রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, রাজ্যে প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির বিকাশে রাজ্য সরকার কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহাও প্রতিটি জনগোষ্ঠীর সাহিত্য, সংস্কৃতির সমবিকাশে আন্তরিক। অনুষ্ঠানে স্বশাসিত জিলা পরিষদের সদস্য বিমলকান্তি চাকমা বলেন, রাজ্য সরকার জনজাতিদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির বিকাশে কাজ করছে। রাজ্য সরকারের এই প্রয়াস সফল করতে জনজাতি অংশের নবীণ প্রজন্মকে আরও বেশী করে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানান। প্রথম পুরস্কারপ্রাপক অভিক কুমার চাকমা সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এই পুরস্কার দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানান। বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা চাকমা সমাজপতি দেবজান চাকমা। অনুষ্ঠানের শুরুতে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা সঞ্জিব চাকমা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজুমেলা কমিটির সেক্রেটারি সজল বিকাশ চাকমা সহ বিশিষ্ট অতিথিগণ।

ভারত সরকার, ত্রিপুরা সরকার এবং এনএলএফটি ও এটিটিএফ-এর মধ্যে শান্তি চুক্তি

৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : নয়াদিল্লির নর্থ ব্লকে ভারত সরকার, ত্রিপুরা সরকার এবং ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা (এনএলএফটি) ও অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স (এটিটিএফ)-এর মধ্যে এক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরের সময় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা, সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, এমডিসি মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর মাণিক্য, বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব গোবিন্দ মোহন, অতিরিক্ত সচিব পীযূষ গোয়েল, ইন্টিলিজেন্স ব্যুরোর অধিকর্তা তপন ডেকা, উপদেষ্টা অক্ষয় মিশ্র, রাজ্যের মুখ্যসচিব জে কে সিনহা সহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ। এনএলএফটি- এর পক্ষে শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন

বিশ্বমোহন দেববর্মা, উপেন্দ্র রিয়াং, পরিমল দেববর্মা, প্রসেনজিৎ দেববর্মা এবং এটিটিএফ-এর পক্ষে শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন আলেন্দ্র দেববর্মা। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের সময় এই দুই সংগঠনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সোনাধন দেববর্মা, বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়া, বিদ্যাধর ত্রিপুরা, কান্তি মারাক (এনএলএফটি) এবং রাকেশ দেববর্মা (এটিটিএফ)। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এনএলএফটি ও এটিটিএফ-কে মূল স্রোতে ফিরে আসার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, আজকের শান্তি চুক্তির ফলে ত্রিপুরা শান্তি ও প্রগতির পথে একধাপ এগিয়ে গেলো। যখন থেকে নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তখন থেকে শান্তির মাধ্যমে সক্ষম ও বিকশিত উত্তর পূর্বাঞ্চলের স্বপ্নকে সবার সামনে তুলে ধরছেন। প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র রেল, বিমান যোগাযোগের মাধ্যমে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাথে দূরত্ব মেটাতে প্রয়াসী হননি। তিনি এই অঞ্চলের জনগণের সাথে হৃদয়ের দূরত্বও মেটাতে উদ্যোগী হয়েছেন। অষ্টলক্ষ্মী ও পূর্বোদয় এই দুই ভাবনাকে একত্রিত করে উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ভারত সরকারের সেই উদ্যোগে অনেকটা সাফল্য এসেছে। তিনি বলেন, আজকের এই শান্তি চুক্তি এই অঞ্চলের জন্য দ্বাদশ এবং ত্রিপুরার জন্য তৃতীয় শান্তি চুক্তি। এই শান্তি চুক্তিগুলির মাধ্যমে ইতিমধ্যে প্রায় ১০ হাজার উগ্রবাদী অস্ত্র ত্যাগ করে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এসেছে। আজকের এই শান্তি চুক্তির মাধ্যমেও ৩২৮ জনের বেশি এনএলএফটি ও এটিটিএফ-এর সদস্য ও সহযোগীরা মূল স্রোতে ফিরে আসবেন। এখন থেকে তারা বিকশিত ত্রিপুরা গঠনের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, ভারত সরকার উত্তর পূর্বাঞ্চলের জনজাতি গোষ্ঠীর সমাধানে ও এই অঞ্চলের উন্নয়নে ২৫০ কোটি টাকার সংস্থান রেখেছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন এই উদ্যোগের ফলে জনজাতি গোষ্ঠীগুলির অভাব, অভিযোগ দূর করা যাবে। তিনি বলেন, বোরোল্যান্ড সমস্যা হোক আর ব্রু শরণার্থী সমস্যাই হোক সমস্ত সমস্যাগুলিকেই ভারত সরকার ক্ষেত্রীয় পর্যায়ে সমাধানের চেষ্টা করছে। ব্রু শরণার্থীদের জন্য যেমন আজ সমস্ত সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তেমনি এনএলএফটি ও এটিটিএফ-এর সদস্যদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে সরকার সচেষ্ট থাকবে। ত্রিপুরার জনজাতিদের মধ্যে যে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ পুঞ্জিভূত ছিল তা দূরীকরণে মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর মাণিক্যের ভূমিকারও তিনি প্রশংসা করেন। এখন সবাই মিলে সশক্ত ত্রিপুরা গঠনে উদ্যোগী হওয়া যাবে। ২০১৯ সালে এই সরকার ত্রিপুরায় শান্তি চুক্তির মাধ্যমেই শুরু করেছিল উত্তর পূর্বাঞ্চলের একাধিক শান্তি চুক্তির যাত্রা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ভারত সরকার শান্তিপূর্ণ পন্থায় উন্নয়নের মাধ্যমে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সকল অংশের মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে অঙ্গীকারবদ্ধ। এনএলএফটি ও এটিটিএফ-কে অস্ত্র ত্যাগ করে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অভিনন্দন জানান এবং চুক্তির সমস্ত ধারা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হবে বলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারতে শান্তির পরিবেশ তৈরি করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন। এজন্য মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানান। সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এসে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য এনএলএফটি এবং এটিটিএফ-এর সিদ্ধান্তে মুখ্যমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুযোগ্য নেতৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সক্রিয় উদ্যোগে গত ১০ বছরে উত্তর পূর্বাঞ্চলে ১২টির মতো শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে বিভিন্ন জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য। এরমধ্যে ত্রিপুরায় ৩টি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। শান্তি চুক্তি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের এমন বহু প্রকল্প রয়েছে যেগুলির মাধ্যমে জনজাতি সম্প্রদায়ের জীবনে প্রগতিমূলক পরিবর্তন এসেছে। প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্ব ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কল্যাণমূলক পথ প্রদর্শনে সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর জন্য এক উজ্জ্বল ভবিষ্যত অপেক্ষা করছে। আজকের শান্তি চুক্তিকে ঐতিহাসিক মাইল ফলক বলে অবহিত করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এনএলএফটি এবং এটিটিএফ-এর সমস্ত সদস্যদের স্বাগত জানান এবং সবকা সাথ সবকা বিকাশ এবং সবকা বিশ্বাস নীতিতে ভরসা করে তাদের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করেন।

ICA TRIPURA রাজ্যভিত্তিক শিক্ষক দিবস-২০২৪ : শিক্ষক শিক্ষিকারা হলেন আমাদের ঐতিহ্যবাহী কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সঞ্চালক- শুভেচ্ছাবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী

৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : রাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় ৬৩ তম শিক্ষক দিবস উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে আগরতলার টাউনহলে রাজ্যভিত্তিক শিক্ষক দিবস-২০২৪ উদযাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এক শুভেচ্ছাবার্তায় বলেন, শিক্ষক শিক্ষিকারা হলেন আমাদের ঐতিহ্যবাহী কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সঞ্চালক। ছাত্রছাত্রীদের সুশিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকারা এক গুরুদায়িত্ব পালন করে থাকেন। শুভেচ্ছাবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের অভিনন্দন, আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে বলেছেন, সুষ্ঠ সমাজ ও মানুষ গড়ার কারিগর হচ্ছেন শিক্ষক শিক্ষিকারা। টাউনহলে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক ৬৩তম শিক্ষক দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, একজন শিক্ষককে অনেক কঠিন ও গুরুদায়িত্ব

পালন করতে হয়। একজন আদর্শ শিক্ষক ছাড়া কোনও ব্যক্তি তার জীবন গঠন করতে পারে না। অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সর্বপল্লী ড. রাধাকৃষ্ণানের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে বলেন, তাঁর মতো একজন মহান ব্যক্তির জীবন ও আদর্শকে পাথেয় করে আমাদের শিক্ষক সমাজকে এগিয়ে যেতে হবে। অনুষ্ঠানে শিক্ষক দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. হরেকৃষ্ণ আচার্যকে পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্মান, বিশিষ্ট সমাজসেবী দীপক ভট্টাচার্যকে মহারাণী তুলসীবতী সম্মান এবং শিক্ষাবিদ বন্দনা চৌধুরী বর্মণকে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সম্মান ২০২৪ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এছাড়াও রাজ্যের ৩৪ জন শিক্ষক শিক্ষিকাকে শিক্ষক সম্মাননা ২০২৪ পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য অতিথিগণ তাদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা দপ্তরের অধিকর্তা রত্নজিৎ দেববর্মা, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে শিক্ষক দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষে প্রকাশিত 'শিক্ষা সমাচার' স্মরণিকার আনুষ্ঠানিক আবরণ উন্মোচন করেন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা ও অন্যান্য অতিথিগণ। তাছাড়াও অনুষ্ঠানে বর্ষসেরা মহাবিদ্যালয়ের সম্মাননা দেওয়া হয় আগরতলা মহিলা মহাবিদ্যালয় ও টিটিএএডিসির খুমলুঙস্থিত পলিটেকনিক মহাবিদ্যালয়কে। রাজ্যভিত্তিক শিক্ষক দিবস-২০২৪ উদযাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠানে রাজ্যের ১৪টি বিদ্যালয়কেও শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের পুরস্কার দেওয়া হয়। মিশন ৫৫৫ রূপায়ণের জন্য জেলাভিত্তিক শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেওয়া হয় ৮টি বিদ্যালয়কে। মিশন ৫৫৫ কর্মসূচিতে সবুজ বনায়ন সৃষ্টি করা হয়। পুরস্কৃত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে রয়েছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার শামিলিতা উচ্চবিদ্যালয়, গোমতী জেলার খুপিলং উচ্চবিদ্যালয়, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার হরিসাধন আরপি উচ্চবিদ্যালয়, সিপাহীজলা জেলার রতনপুর উচ্চবিদ্যালয়, উত্তর ত্রিপুরা জেলার বড়ুয়াকান্দি কলোনী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, ধলাই জেলার উত্তর নালীছড়া উচ্চবিদ্যালয়, খোয়াই জেলার আশারামবাড়ি উচ্চবিদ্যালয় এবং ঊনকোটি জেলার দুধপুর উচ্চবিদ্যালয়।

ICA রাজ্যে খেলো ইন্ডিয়া রাইজিং ট্যালেন্ট আইডেন্টিফিকেশন কর্মসূচির সূচনা

৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার উদ্যোগে ত্রিপুরায় শুরু হয়েছে খেলো ইন্ডিয়া রাইজিং ট্যালেন্ট আইডেন্টিফিকেশন (কীর্তি) কর্মসূচি। এই কর্মসূচিতে তৃতীয় থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অংশ নিচ্ছে। শুরু থেকে এখন পর্যন্ত এই কর্মসূচিতে একাধিক স্থানে শারীরিক সক্ষমতা এবং বিভিন্ন খেলার নিরিখে মূল্যায়ণ করার জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। তার মধ্যে অরুন্ধতীনগর বিদ্যালয় মাঠে, আমলতী বিদ্যালয় মাঠে, পিভিএম বিদ্যালয় মাঠে এই অনুষ্ঠানগুলির আয়োজন করা হয়। এসব অনুষ্ঠানে মূলত: অ্যাথলেটিক্স, ফুটবল, কাবাডি ইত্যাদি খেলায় অনুশীলন ও মূল্যায়ণ করা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে ছাত্রছাত্রীরা এধরণের অনুশীলন ও মূল্যায়ণে অংশ নিচ্ছে। সাম্প্রতিক বন্যার কারণে মাঝখানে খেলো ইন্ডিয়া রাইজিং ট্যালেন্ট আইডেন্টিফিকেশন কর্মসূচিতে বিভিন্ন খেলার অনুশীলন ও মূল্যায়ণ কিছুদিনের জন্য স্থগিত ছিল। রাজ্যে এখন বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় এই কর্মসূচি পুনরায় চালু করা হয়েছে এবং তা চলবে সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত। বর্তমানে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকার বিদ্যালয়গুলিতে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আগামী দিনগুলিতে রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন খেলার অনুশীলন ও মূল্যায়ণ সম্প্রসারিত করা হবে। রাজ্যের সম্ভাবনাময় মেধাকে চিহ্নিত করতে সাই-এর এই উদ্যোগে সহযোগিতা করছে ত্রিপুরা সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর এবং টিটিএএডিসি কর্তৃপক্ষ।

ICA সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন

৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : ত্রিপুরা মহিলা কমিশন গার্হস্থ্য হিংসা, অত্যাচার, পণ প্রথা, ধর্ষণ, অপহরণ, খরপোস, পারিবারিক বিরোধ এমন ২২ ধরণের অপরাধ প্রতিরোধের জন্য নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মহিলাদের সশক্তিকরণের জন্যও কমিশন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কলকাতার আরজিকর হাসপাতালের মতো নির্মম ঘটনা প্রতিরোধেও কমিশন সারা রাজ্যে জনসচেতনতা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা এই সংবাদ জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন জানান, রাষ্ট্রীয় পোষণ মাহ অভিযান প্রকল্পে কমিশন আগামী ১১ সেপ্টেম্বর খোয়াই জেলায়, ১৮ সেপ্টেম্বর ঊনকোটি জেলায়, ২৫ সেপ্টেম্বর দামছড়ায় এবং ২০ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে শিবির সংগঠিত করবে। আগামী ৪-অক্টোবর মুক্তধারা হলে সাইবার ক্রাইম এর উপর সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হবে। ২৪ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ধর্মনগর সার্কিট হাউজে কাউন্সিলিং ক্যাম্প আয়োজন করা হবে। তিনি জানান, সাম্প্রতিক বন্যায় কমিশন থেকে রাজ্যের বহু বন্যা দুর্গতদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিলি করা হয়েছে। সোনামুড়ায় স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। পানিসাগরে লিগ্যাল সচেতনতা শিবির আয়োজিত হয়। শান্তিরবাজারে কাউন্সিল ক্যাম্প আয়োজিত হয়। কমিশনের ১টি ফ্রি লিগ্যাল এইড ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন চলতি অর্থ বছরের এপ্রিল থেকে জুলাই

এই চার মাসের পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানান, মহিলাদের গত চার মাসে মোট ৪৪৪টি কেস কাউন্সিলিং এর জন্য ডাকা হয়েছে। ১৫৩টি কেস-এ উভয় পক্ষ এসেছে। ১৫৩টি কেস এর মধ্যে ৪৭টি কেস এর মীমাংসা করা হয়েছে। পশ্চিম জেলা বাদে ৭টি জেলায় ৩৭টি কেস কাউন্সিলিং এর জন্য ডাকা হয়। এর মধ্যে ৯টি কেস-র মীমাংসা করা হয়। ৬৩টি কেস এর জন্য আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ৪০টি কেস স্থগিত রাখা হয়েছে। তিনি জানান, ৩ জনকে শেল্টার হাউজে পাঠানো হয়েছে। ১৪টি কেস আবেদনক্রমে ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। ২০টি স্যুয়োমোটো মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। তিনি ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, এই এক বছরে মহিলাদের ২২টি কারণে মোট ১৩৫৬টি কেস কাউন্সিলিং এর জন্য ডাকা হয়। ৪০৯টি কেস এ উভয়পক্ষ এসেছে। ৪০৯টি কেস এর মধ্যে ১৫৩টি কেস এর মীমাংসা করা হয়েছে। পশ্চিম জেলা বাদে ৭টি জেলায় ১১৪টি কেস কাউন্সিলিং এর জন্য ডাকা হয়। এর মধ্যে ২৪টি কেস-র মীমাংসা করা হয়। ১৮০টি কেস এর জন্য আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ১৬৪টি কেস স্থগিত রাখা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের ভাইস চেয়ারপার্সন মধুমিতা চৌধুরী এবং সদস্যসচিব মাধব পাল উপস্থিত ছিলেন।

আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ এন্ড আইজিএম হাসপাতালের বিডিএস পরীক্ষায় প্রথম বর্ষের প্রথম ব্যাচের ছাত্রছাত্রীদের দারুণ ফলাফল

৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ এন্ড আইজিএম হাসপাতালের জন্য আরেকটি গর্বের মুহূর্ত রচিত হল। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ব্যাচেলার অব ডেন্টাল সার্জারি (বিডিএস) প্রথম বর্ষের পরীক্ষায়, প্রথম ব্যাচের ছাত্রছাত্রীরা অত্যন্ত পারদর্শীতার সঙ্গে দারুণ ফলাফল করেছে। এই কলেজের প্রতিটি ছাত্রছাত্রীই অত্যন্ত উৎকৃষ্টতার সাথে সফলভাবে তাদের প্রথম বছর শেষ করেছে। গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ব্যাচেলার অব ডেন্টাল সার্জারি (বিডিএস) প্রথম বর্ষের পরীক্ষায় যে ফলাফল প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা গেছে আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ এন্ড আইজিএম হাসপাতালের প্রথম ব্যাচের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনির্বাণ সূত্রধর ৮০.৪২ শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থানে, জয়স্মিতা সাহা ৭৯.০৮% শতাংশ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে এবং ৭৭.৬৭ শতাংশ নম্বর পেয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে অনন্যা দেবনাথ। উল্লেখ্য, আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ এন্ড আইজিএম হাসপাতালের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষের পরীক্ষায়, প্রথম ব্যাচের মোট ৪৪ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। গত মাসের ৫ আগস্ট ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইন্ডিয়ান ডেন্টাল কাউন্সিলের নির্দেশিকা অনুযায়ী আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ এন্ড আইজিএম হাসপাতালের প্রথম ব্যাচের ছাত্রছাত্রীদের প্রথম বর্ষের পরীক্ষা শুরু হয়েছিল। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে উক্ত কোর্সের দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাস শুরু হবে।

রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের বর্ষব্যাপী প্লাটিনাম জুবিলি উৎসবের উদ্বোধন

৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : রাজ্যের বর্তমান সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। এজন্য এই ক্ষেত্র দু'টির পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মানোন্নয়নের জন্য নতুন নতুন প্রকল্প ও সুযোগ সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে কোন আপোষ করা হবে না। আজ কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের বর্ষব্যাপী প্লাটিনাম জুবিলি উৎসবের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রী আজ রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের ৭৫ বছরে পদার্পণ উৎসবে অংশগ্রহণের আগে কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম পরিদর্শন করেন। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জুবিলি উৎসবের সূচনার পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা মহাবিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে ফটো গ্যালারি ও মেগা রক্তদান শিবিরেরও উদ্বোধন করেন। পরে উদ্বোধকের ভাষণে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, মহিলাদের সমাজে এগিয়ে যেতে আমরা নানাভাবে উৎসাহিত করছি। কলেজ স্তরে এখন পড়াশোনা করতে মহিলাদের কোন ফি দিতে হয়না। চাকুরিতে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রচেষ্টায় দেশে চালু হয়েছে। ত্রিপুরায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়েও ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি চালু করা হয়েছে। সেগুলো ধীরে ধীরে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিনি বলেন, ন্যাশানাল এডুকেশন পলিসির ইতিবাচক প্রভাব সুদুর প্রসারী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে 'লক্ষ্য' নামে একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। রাজ্যের শিক্ষিত যুবক যুবতীর ইউপিএসসি পরীক্ষায় আইএএস/আইপিএস এর মতো প্রশাসনিক পদ অর্জন করার জন্য এই প্রকল্প থেকে সুবিধা নিতে পারবে। এই প্রকল্পের অধীনে এই সমস্ত প্রশাসনিক পদে প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় যারা সাফল্য লাভ করে তাদের ৫ লক্ষ ২০ হাজার আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত ৯ জনকে লক্ষ্য প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বিএড অনুপ্রেরনা যোজনা চালু করা হয়েছিল ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে। এই প্রকল্পে ছাত্রছাত্রীরা যে ব্যাঙ্ক ঋণ নেয় তার ভর্তুকী সরকার থেকে দেওয়ার

ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই প্রকল্পে এখন পর্যন্ত ৭৯৬ জন ছাত্রছাত্রী উপকৃত হয়েছেন। ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে আগরতলায় ত্রিপল আইটি চালু করা হয়েছে। ত্রিপুরা ও বহি:রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা সেই কলেজে পাঠরত। আগরতলায় বুদ্ধমন্দির সংলগ্ন এলাকায় ন্যাশনাল ফরেন্সিক সাইয়েন্স ইউনিভারসিটি ২০২১-২২ অর্থবর্ষ থেকে চালু করা হয়েছে। ৩টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজ এই সরকারের সময়কালে তৈরী করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন নতুন স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হচ্ছে। জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয় এই সরকার চালু করেছে। দিব্যাঙ্গজনদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করতে। প্রতিমাসে ৫ হাজার টাকা ও ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য প্রতি মাসে ৪ হাজার টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এখন পর্যন্ত ২৩ জন দিব্যাঙ্গন, দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রী এই প্রকল্পের আওতায় এসেছে। তিনি জানান, রাজ্যে আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হচ্ছে। সবকটিতে যেন ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি চালু হয় তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন রাজ্যের একমাত্র ডেন্টাল কলেজ থেকে প্রথম ব্যাচের রেজাল্ট বের হয়েছে। তিনি বলেন, সব মিলিয়ে রাজ্যে আমরা মেডিক্যাল ও এডুকেশন হাব তৈরী করতে চাইছি। এজন্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিকাঠামো উন্নয়নের উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায় বলেন, এতদিন যাবৎ যোগাযোগ ব্যবস্থায় কৈলাসহর অনেক পুরানো মহকুমা হয়েও পিছিয়ে ছিল। এখন কৈলাসহর থেকে খুব সহজেই যেকোন স্থানে যাতায়াত করা যায়। তা সম্ভব হয়েছে রাস্তার প্রভুত উন্নয়নের মাধ্যমে। তিনি জানান, শুধু রাস্তাঘাটই নয় সমগ্র ঊনকোটি জেলায় উন্নয়নের অনেকগুলি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা। স্বাগত ভাষণ রাখেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. পিনাকী পাল। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্লাটিনাম জুবিলি উৎসব উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক সঞ্জীব চৌধুরী। অনুষ্ঠানে মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রয়াত অধ্যক্ষদের মরনোত্তর সম্মাননা এবং প্রাক্তন ও বর্তমান অধ্যক্ষদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ৫০ হাজার টাকার চেক ও কুমারঘাট ব্লকের কার্যালয়ের পক্ষ থেকে ১ লক্ষ টাকার চেক মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার হাতে তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল থেকে সম্প্রতি বন্যার জলে ডুবে মৃত নীরচাৎলাল হালামের পরিবারের সদস্যদের হাতে ৩ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকার চেক এবং বিদ্যুৎ চমকে মৃত বিমল দাস চৌধুরীর পরিবারের সদস্যদের হাতে ৪ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উচ্চশিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা, ত্রিপুরা ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান মবশ্বর আলি, জেলাশাসক দিলীপ কুমার চাকমা, পুলিশ সুপার কান্তা জাঙ্গির ও কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের মহারাজ স্বামী খিরিজানন্দজী। মুখ্যমন্ত্রী এদিন কৈলাসহর পানিচৌকি বাজারে গনেশ পূজা পরিদর্শন করেন। তাঁর সাথে ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিঙ্কু রায় ও কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়। এখানে কৈলাসহর মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ২১ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহার হাতে।

ICA সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন জনসচেতনতা: মুখ্যমন্ত্রী

৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : জনসচেতনতা ও সতর্কতা অবলম্বনের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি এড়ানো সম্ভব। এজন্য যানবাহন চালক, সহযাত্রী ও পথচারীদের সড়ক সুরক্ষা বিষয়ক সমস্ত নিয়মাবলী মেনে চলা দরকার। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন জনসচেতনতা। আজ আগরতলার স্বামীবিবেকানন্দ ময়দানে পরিবহন দপ্তর আয়োজিত সড়ক সুরক্ষা ইভেন্ট কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। উল্লেখ্য, সড়ক সুরক্ষা ইভেন্ট কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে পরিবহণ দপ্তর কর্তৃক রাজ্য ট্রাফিক পুলিশের জন্য ৮টি ইন্টারসেপ্টর গাড়ি এবং জেলা পরিবহণ আধিকারিকদের অধীনে ৮টি গাড়ি সহ মোট ১৬টি যানবাহনের সূচনা, জিরানীয়াস্থিত ইনস্টিটিউট অব ড্রাইভিং এন্ড ট্রেইনিং রিসার্চ-এ ৪৫ জন মহিলাকে একমাসব্যাপী ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের উদ্বোধন, সাংবাদিকদের হেলমেট প্রদান এবং সড়ক নিরাপত্তা নির্দেশিকা সংক্রান্ত দু'টি পুস্তিকার আবরণ উন্মোচন। অনুষ্ঠানে সবুজ পতাকা নেড়ে মুখ্যমন্ত্রী, পরিবহণ মন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ ১৬টি যানবাহণের সূচনা করেন। তাছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী, পরিবহন মন্ত্রী ও অন্যান্য অতিথিগণ ড্রাইভিং প্রশিক্ষণে মহিলাদের হাতে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এবং সাংবাদিকদের হাতে হেলমেট তুলে দেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, কোথাও কোনও ব্যক্তি দুর্ঘটনার কবলে পড়লে তার প্রাণ বাঁচাতে তাৎক্ষণিক আমাদের সকলকে মানবিকবোধ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। গোল্ডেন আওয়ারের মধ্যে দুর্ঘটনাগ্রস্ত লোকটিকে হাসপাতালে পৌঁছাতে হবে। তিনি বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় ভারতে প্রতিবছর প্রায় দেড় লক্ষ লোক প্রাণ হারাচ্ছেন ও প্রায় ৫ লক্ষ লোক আহত হয়ে পঙ্গু হয়ে পড়ছেন। নেশা আসক্ত হয়ে যানবাহন চালানো, ফুটপাত ব্যবহার না করা, যত্রতত্র পার্কিং করে চলাচলে বাধা সৃষ্টি করা ইত্যাদি কারণেই সড়ক দুর্ঘটনাগুলি ঘটে থাকে। গাড়ি চালানোর সময় সচেতনতা অবলম্বন করা অত্যন্ত জরুরী। এতে করে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব। ট্রাফিক নিয়মবিধি মেনেচলা ও সড়ক সুরক্ষার বিষয়ে জনসচেতনতা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব। তাই সড়ক দুর্ঘটনা রোধে জনসচেতনতামূলক

কর্মসূচিগুলির বার্তা সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া আবশ্যক। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে আরক্ষা প্রশাসন, পরিবহন দপ্তর, পূর্ত দপ্তর সহ ট্রাফিক শাখা ও স্বাস্থ্য দপ্তর সম্মিলিতভাবে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় বর্তমানে রেজিস্ট্রিকৃত যানবাহনের সংখ্যা ৭ লক্ষ ৮৭ হাজার ২০৩টি। এর মধ্যে দ্বিচক্র যানের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৫৬ হাজার ৫১৯টি। এই যানবাহনগুলির সুষ্ঠভাবে নিয়ন্ত্রণ ও সড়ক দুর্ঘটনা কমানোর জন্য পরিবহণ দপ্তর থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। স্টেট রোড সেফটি কাউন্সিল, রোড সেফটি কমিটি, লিড এজেন্সি গঠিত হয়েছে। গাড়িতে সিট বেল্ট পরিধান ও বাইকের চালক ও পেছনে বসা বাইক আরোহীর জন্য হেলমেট পরিধান বাধ্যতামূলকের নির্দেশিকা রয়েছে। তিনি বলেন, দুর্ঘটনাগ্রস্ত লোকেদের গোল্ডেন আওয়ারে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তাদের প্রাণ বাচাতে সক্ষম লোকেদের জন্য ৫ হাজার টাকার গুড সামারিটেন পুরস্কারের সংস্থান রয়েছে। এই মর্মে জেলাপর্যায়ে এপ্রাইজেল কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া জেলা ও মহকুমা রোড সেফটি কমিটিও রয়েছে। এসমস্ত কমিটিগুলির মনিটরিংএর উপর মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরিবহণ দপ্তরের উদ্যোগে সড়ক সুরক্ষা পর্যবেক্ষণের জন্য আজ জেলা পরিবহণ আধিকারিকদের অধীনে ৮টি গাড়ি এবং আরক্ষা দপ্তর তথা রাজ্য ট্রাফিক পুলিশের জন্য ৮টি গাড়ি প্রদান করা হয়েছে। সঠিক পরিকাঠামোর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে জনসচেতনতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, সড়ক দুর্ঘটনার ফলে অনেকেই অকালে মৃত্যুবরণ করছে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বহু পরিবার। অধিকাংশ সড়ক দুর্ঘটনাগুলি ঘটছে প্রধাণত জনসচেতনতার অভাবে। তিনি বলেন, আগরতলা সহ সারা রাজ্যে রাস্তাঘাটের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। যানবাহনের সংখ্যা প্রায় ৮ লক্ষ। এর মধ্যে ৫ লক্ষের বেশী দ্বিচক্র যান। পরিবহন মন্ত্রী বলেন, জনসচেতনতা বাড়াতে ও দুর্ঘটনার সংখ্যা কমিয়ে আনতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র ও বিধায়ক দীপক মজুদার, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পরিবহন দপ্তরের সচিব সি কে জমাতিয়া। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজিপি (ইন্টিলিজেন্স) অনুরাগ। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন পরিবহন দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব সুব্রত চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বন্যা পীড়িতদের সাহায্যার্থে পরিবহন দপ্তরের কর্মচারিগণ মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে ১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৩৫০ টাকা দান করেন। পরিবহন মন্ত্রী এই অর্থরাশির চেক মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন।

ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল

৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্য শুধু ডিগ্রী আর সার্টিফিকেট অর্জন করলেই চলবে না। উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে সমস্যা সমাধানই ছাত্রছাত্রীদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। কেননা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আজকের ছাত্রছাত্রীদের উপর। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ সকালে মাহারাজা বীর বিক্রম শতবার্ষিকী ভবনে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে একথা বলেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ডিগ্রী ও মেডেল প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের তাদের জ্ঞানের দ্বারা সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে দেশের উন্নয়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টিদের উদ্দেশ্যেও আজকের দিনের চাহিদা অনুযায়ী কোর্স পরিচালনা করার কথা বলেন যাতে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাজারে কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়। তিনি শিক্ষাঙ্গণে প্রযুক্তি ব্যবহার করে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সৃস্টির উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন যাতে উদ্ভাবন, গবেষণা ও উদ্যোগী হওয়ার পরিবেশ তৈরী হয় এবং ছাত্রছাত্রীরা পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বলেন, এজন্য আমাদের উন্নত গবেষণা কেন্দ্র ও ইনকিউবেটর তৈরী করতে হবে। অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষার সুযোগ করে দিতে হবে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের সংস্থাদের সাথে হাত মিলিয়ে। দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ, ডিজিট্যাল পরিকাঠামো ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে শিক্ষার বিকাশ ঘটানোর উপরও রাজ্যপাল গুরুত্ব আরোপ করেন। তাছাড়াও রাজ্যপাল ছাত্রছাত্রী এবং অধ্যাপকদের ত্রিপুরার প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক গবেষণার প্রতি মনোযোগী হতেও পরামর্শ দেন। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্রছাত্রীদের হাতে মেডেল ও সার্টিফিকেট তুলে দেন। স্নাতক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের হাতে মেডেল তুলে দেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য আহমেদ জাভেদ এবং পি এইচ ডি স্কলারদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক গঙ্গাপ্রসাদ প্রসাইন। স্বাগত ভাষণ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক গঙ্গাপ্রসাদ প্রসেইন।

মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে মায়ের গমন ও শারদ সম্মান-২০২৪ নিয়ে প্রস্তুতি সভা

৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : এবছর মায়ের গমন অনুষ্ঠান ১৪ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে। আজ মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে মায়ের গমন ও শারদ সম্মান-২০২৪ নিয়ে এক প্রস্তুতি সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। সভায় মুখ্যমন্ত্রী পুরানো ঐতিহ্যকে বজায় রেখে এবছর মায়ের গমন অনুষ্ঠান উজ্জয়ন্ত মার্কেটের সামনে থেকে শুরু করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। যা সভায় সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। সভায় মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে ক্লাব সংস্কৃতি অনেকটাই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তিনি এই ধারাকে বজায় রেখে এবং রাজ্যে বন্যা পরবর্তী অবস্থাকে বিবেচনায় রেখে পুজোর চাঁদা নিয়ে জোরজবরদস্তি না করার জন্য সকলের কাছে অনুরোধ করেন। তাছাড়াও পুজোর সময় মধ্য রাত্রিকালীন সময়ে শহরে সুরক্ষা ব্যবস্থা দিনের অন্যান্য সময়ের তুলনায় আরও জোরদার করার জন্য আরক্ষা প্রশাসনের প্রতি পরামর্শ দেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আগরতলা পুরনিগম দশমীঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জনের যে ব্যবস্থা করে তা অভূতপূর্ব। সভায় মুখ্যমন্ত্রী পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের পুজোর আগেই প্রবল বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাগুলির মেরামতের জন্য পরামর্শ দেন। সভায় আলোচনা করতে গিয়ে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার বলেন, এবছর থেকে আগরতলা শহরে এলাকাভিত্তিক আরও নতুন ১২টি দশমী ঘাট তৈরী করা হচ্ছে। বটতলাস্থিত দশমীঘাটের পরিষেবা আরও বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এই দশমীঘাটে যাওয়ার রাস্তা ৮ মিটার প্রশস্ত করা হয়েছে। পুজোর দিনগুলিতে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখা হবে। সভায় মেয়র উপস্থিত ক্লাব কর্তৃপক্ষদের প্রতি পুজোর আয়োজনে আগরতলা পুরনিগমের বিভিন্ন নির্দেশিকা মেনে চলার জন্য অনুরোধ করেন। সভায় স্বাগত বক্তব্যে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী বলেন, পুজো আয়োজন উপলক্ষে যেসকল নির্দেশিকা রয়েছে তা ক্লাব কর্তৃপক্ষদের মেনে চলতে হবে। পূর্ববর্তী মায়ের গমন অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য বলেন, মায়ের গমন অনুষ্ঠান গত ২০২২ সাল থেকে শুরু হয়েছিল। ঐবছর অনুষ্ঠানে ৪৭টি এবং গত বছর ৩৯টি ক্লাব অংশ নেয়। তিনি আরও বলেন, মায়ের গমন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য ৭ অক্টোবরের মধ্যে উৎসাহী ক্লাবগুলিকে অনলাইনে বা অফলাইনে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা সহ ইউবিএসটি, কুঞ্জবন সেবক সংঘ, ৭৯টিলা ছাত্র সংঘ, সূর্যতোরণ এবং কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিটের প্রতিনিধিগণ। সভায় আগরতলা শহরের বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্য-সদস্যাগণের শপথ

৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি হিসেবে অপর্ণা নাথ ও সহকারি সভাধিপতি হিসেবে ভবতোষ দাস আজ শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তাদের শপথবাক্য পাঠ করান পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব ড. সন্দীপ আর রাঠোর। এর আগে উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের নবনির্বাচিত ১৭ জন সদস্য-সদস্যাকে শপথবাক্য পাঠ করান পঞ্চায়েত দপ্তরের অধিকর্তা প্রসূন দে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, জিলা পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্য-সদস্যাদের হাত ধরে এলাকার উন্নয়ন হবে। তারা মানুষের স্বার্থে কাজ করবে বলে শিল্পমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করতে হয়। একে অপরকে সহযোগিতা করা এবং প্রত্যেকের মিলিত সহযোগিতার মাধ্যমেই সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব বলে শিল্পমন্ত্রী উল্লেখ করেন। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন বলেন, মানুষের জন্য দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে জিলা পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্য-সদস্যাগণকে। এদিনের অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক যাদবলাল দেবনাথ, সমাজসেবী কাজল দাস, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী রাণী দাস সেন, উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা দেবপ্রিয় বর্ধন, জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী, ধর্মনগরের মহকুমা শাসক সজল দেবনাথ প্রমুখ।

দেশবরেণ্য ইএন টি সার্জন ও নিউরোসার্জনদের উপস্থিতিতে রাজ্যে সর্বপ্রথম লাইভ সার্জিক্যাল ওয়ার্কশপ

৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এন্ড জিবিপি হাসপাতালের ই এন টি ডিপার্টমেন্টের হেড এন্ড নেক সার্জারির উদ্যোগে এই প্রথম মেডিকেল শিক্ষার্থীদের জন্য শবদেহের ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে লাইভ সার্জিক্যাল ওয়ার্কশপ সংঘটিত হলো গত ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে এই উপলক্ষে সারা দেশের বিশিষ্ট নাক, কান ও গলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা ও নিউরোসার্জনরা উপস্থিত ছিলেন। মোট ৬৫ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের উপস্থিতিতে এই ক্যাডাভারের (শবদেহের) ব্যবচ্ছেদ সম্পন্ন হয় এবং তারা দুইটি সাইনাস অস্ত্রোপচারও সম্পন্ন করেন। ত্রিপুরায় এই প্রথম এত বড় মাপের সার্জিক্যাল ওয়ার্কশপ সংঘটিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের নাক, কান ও গলা বিভাগের প্রধান এবং এই অনুষ্ঠান আয়োজন কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর (ডাঃ) বিপ্লব নাথ এবং সেক্রেটারি ডাঃ সুকুমার দেববর্মা।

ঊনকোটি জিলা পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্য-সদস্যাদের শপথ

৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি হিসেবে অমলেন্দু দাস ও সহকারি সভাধিপতি হিসেবে সন্তোষ ধর আজ শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। কৈলাসহরে জিলা পরিষদের সভাকক্ষে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তাদের শপথবাক্য পাঠ করান পঞ্চায়েত দপ্তরের সচিব ড. সন্দীপ আর রাঠোর। এর আগে ঊনকোটি জিলা পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্য-সদস্যাদের শপথবাক্য পাঠ করান পঞ্চায়েত দপ্তরের অধিকর্তা প্রসূন দে। জিলা পরিষদের ১৩ জনের মধ্যে আজ ১১ জন সদস্য-সদস্যা শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, নবনির্বাচিত সদস্য ও সদস্যাদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে জনস্বার্থে উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে সরকার সবসময় সহযোগিতা করবে। অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস, জেলাশাসক দিলীপ কুমার চাকমা প্রমুখ।

টিইউটিসিএল'র বাস ভাড়ায় ছাত্রছাত্রীদের জন্য ৫০ শতাংশ ছাড়

৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : ত্রিপুরা আরবান ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী লিমিটেড (টিইউটিসিএল) কর্তৃপক্ষ রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ত্রিপুরা আরবান ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী লিমিটেড'র বাসে বাস ভাড়ায় ৫০ শতাংশ ছাড়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ছাত্রছাত্রীরা নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রদত্ত পরিচয়পত্র দেখিয়ে টিইউটিসিএল এর বাসে ৫০ শতাংশ ভাড়ায় যাতায়াত করার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে।

আইজিএম হাসপাতালের ঐতিহ্য ভবন সংরক্ষণ করা হবে: মুখ্যমন্ত্রী

১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : আইজিএম হাসপাতালের ঐতিহ্য ভবন সংরক্ষণ করা হবে। এজন্য হাসপাতালের ঐতিহ্যবাহী পুরাতন ভবনের রেট্রোফিটিংয়ের কাজ হাতে নেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আজ স্বাস্থ্য দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ ও পুষ্পবন্ত প্রাসাদের মতো করেই এই ঐতিহ্যবাহী ভবনের সংরক্ষণের কাজ করা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৮৭৩ সালে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের উদ্যোগে ৩০ শয্যাবিশিষ্ট এই হাসপাতালের যাত্রা শুরু হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ব্রিটিশ সরকার দেশের বিভিন্ন প্রান্তের রাজন্য শাসকদের আর্থিক অনুদান নিয়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মরণে বিভিন্ন স্মৃতিসৌধ নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। তখনকার ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর এই হাসপাতালের সংস্কার সাধন ও পরিবর্ধন করে সাধারণ রোগীর জন্য শয্যা সংখ্যা ৫৪টি ও সংক্রামক রোগীদের জন্য ১০ শয্যার ব্যবস্থা করেন এবং এই হাসপাতালের নামকরণ করেন 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হাসপাতাল'। মূল ভবনের চূড়ায় এই নামটি খোদিত হয় এবং তৎকালীন বাংলার ব্রিটিশ লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার জন উডবার্ন এই নবরূপে পরিবর্ধিত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হাসপাতালের উদ্বোধন করেন ১৯০৪ সালে। পরবর্তীকালে ১৯৯০ সালে এই নাম পরিবর্তন করে হাসপাতালের নাম রাখা হয় 'ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতাল।' বর্তমানে ৬০৮ শয্যাবিশিষ্ট আইজিএম হাসপাতালে আধুনিক চিকিৎসার মোটামুটি সব সুবিধাই রয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ১২০০-১৫০০ জন রোগী এই হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করতে আসেন। তাছাড়াও এই হাসপাতালে আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজ, সরকারি নার্সিং কলেজ চলছে, পোস্ট

এমবিবিএস, এনবিইএমএস কোর্স পড়ার সুযোগ রয়েছে। তাছাড়াও বিভিন্ন প্যারা মেডিক্যাল ও কমিউনিটি হেলথ অফিসিয়ালদের প্রশিক্ষণেরও সুযোগ রয়েছে।

ICA পিএম-ডিভাইন প্রকল্পে আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজে থ্রি-ডি প্রিন্টিং সেন্টারের উদ্বোধন

১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : থ্রি-ডি প্রিন্টিং সেন্টারের উদ্বোধনের মধ্যদিয়ে আজ আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজের মুকুটে আরও একটি পালক যুক্ত হলো। আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজ আমাদের স্বপ্নের প্রকল্প। বহু প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে আগরতলায় এই ডেন্টাল কলেজটি স্থাপিত হয়েছে। আজ আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজ ও আই জি এম হাসপাতালে পিএম-ডিভাইন প্রকল্পে থ্রি-ডি প্রিন্টিং সেন্টারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তাছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী থ্রি-ডি প্রিন্টিং-এর উপর ডেন্টাল সার্জন ও কমিউনিটি হেলথ অফিসারদের দু-দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সূচনা করেন। আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজ ও আই জি এম হাসপাতাল এবং ন্যাশনাল ওরাল হেলথ মিশনের যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আগরতলা সরকারি নার্সিং কলেজের অডিটরিয়ামে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এধরণের থ্রি-ডি প্রিন্টিং সেন্টার উত্তর পূর্বাঞ্চল জোনের মধ্যে আগরতলার সরকারি ডেন্টাল কলেজেই প্রথম স্থাপিত হয়েছে যা রাজ্যের জন্য উল্লেখযোগ্য বিষয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই ডেন্টাল কলেজের উদ্বোধন করেছেন। এই কলেজকে আগামীদিনে শুধু উত্তর পূর্বাঞ্চলেই নয় দেশের মধ্যে একটি মডেল কলেজ হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার বদ্ধপরিকর। এই কলেজের সুনাম অক্ষুন্ন রাখা আমাদের সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ডেন্টাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার বিশেষজ্ঞরা যারাই আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজ পরিদর্শন করেছেন তারা সবাই এই কলেজের ভুয়সী প্রশংসা করেছেন। এজন্য কলেজের ফ্যাকাল্টিদের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের পাশাপাশি দায়িত্বশীল ভূমিকা নেওয়ার উপর মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজের বিডিএস'র প্রথম বর্ষের পরীক্ষায় প্রথম ব্যাচের ছাত্রছাত্রীরা অত্যন্ত ভাল ফলাফল করেছে যার জন্য অত্যন্ত গর্ববোধ হয়। এই ফলাফলের কৃতিত্ব কলেজের ফ্যাকাল্টিদের। আগামী বছর থেকে এই ডেন্টাল কলেজে আর্থিকভাবে দুর্বল অংশের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজে প্রতি মাসে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার রোগী চিকিৎসার জন্য আসেন। এই থ্রি-ডি প্রিন্টিং পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে রোগীদের হাসপাতালে বেশি আসতে হবে না। পাশাপাশি হাসপাতালের ওপিডিতে রোগীদের চাপও কমবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা রাজ্য সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলির মধ্যে অন্যতম। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থা এখন অনেক উন্নত। কিডনি প্রতিস্থাপন সহ জটিল অস্ত্রপচার সফলভাবে রাজ্যে এখন সম্ভব হচ্ছে। রাজ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য হাব গড়তে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে। অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, থ্রি-ডি প্রিন্টিং সেন্টার চালুর মাধ্যমে আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজে দন্ত চিকিৎসা পরিষেবায় আধুনিক সুবিধাগুলি উপলব্ধ হবে। গত দেড় বছরে ডেন্টাল কলেজে প্রফেসর, ফ্যাকাল্টি, আধুনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সহ যাবতীয় সুবিধা প্রদানে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অনুষ্ঠানে আগরতলা সরকারী ডেন্টাল কলেজের বিভিন্ন কর্মসূচি সম্বলিত এবং থ্রি-ডি প্রিন্টিং সেন্টার সম্পর্কীত তথ্য চিত্র প্রদর্শিত হয়। তাছাড়া স্বাস্থ্য দপ্তরের স্বাস্থ্য সংবাদ নামক একটি পুস্তিকার আবরণ উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে রাজ্যের বন্যা পীড়িতদের সাহায্যার্থে আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজের কর্মীগণ ৫০ হাজার ৫০০ টাকা মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে দান করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে এই অর্থরাশির চেক তুলে দেওয়া হয়।

ICA গঙ্গানগর ব্লকের দুর্গম এলাকা পরিদর্শনে রাজ্যপাল

১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ ধলাই জেলার গঙ্গানগর ব্লকের অন্তর্গত দুর্গম এলাকা তেতুইয়া ভিলেজের ভারতচন্দ্র পাড়া এবং কর্ণময় পাড়া ভিলেজের চম্পারাই পাড়া পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় রাজ্যপাল গ্রামবাসীদের সাথে মতবিনিময় করেন ও এলাকার বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজখবর নেন। এলাকা পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপালের সচিব ইউ কে চাকমা, ধলাই জেলার জেলাশাসক সাজু বাহিদ এ, অতিরিক্ত জেলাশাসক সুব্রত কুমার দাস, আমবাসা মহকুমার মহকুমা শাসক সঞ্জীব দেববর্মা, গঙ্গানগর ব্লকের বিডিও প্রমুখ। পরিদর্শনের সময় রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুকে জেলাশাসক কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যে সমস্ত প্রকল্প এই এলাকাগুলিতে রূপায়িত হচ্ছে সে সম্পর্কে অবহিত করেন। রাজ্যপাল ভারতচন্দ্র পাড়া ও চম্পারাই পাড়ায় উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ও বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

ICA খোয়াই জিলা পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ

১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি হিসেবে অপর্ণা সিংহ রায় (দত্ত) এবং সহকারি সভাধিপতি হিসেবে সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস আজ শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। খোয়াই নতুন টাউন হলে আয়োজিত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সভাধিপতি ও সহকারি সভাধিপতিকে শপথবাক্য পাঠ করান পঞ্চায়েত দপ্তরের সচিব ড. সন্দীপ আর রাঠোর। সভাধিপতি ও সহসভাধিপতির শপথ গ্রহণের আগে খোয়াই জিলা পরিষদের নবনির্বাচিত ১৩ জন সদস্য-সদস্যা শপথ নেন। তাদের শপথবাক্য পাঠ করান পঞ্চায়েত দপ্তরের অধিকর্তা প্রসুন দে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। তিনি আশাপ্রকাশ করেন জিলা পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্য-সদস্যাগণ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণে এবং জিলা পরিষদ এলাকা উন্নয়নে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করবেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশিস নাথ শর্মা, খোয়াই জেলার জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রন প্রমুখ।

ICA মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে খুদে দাবাড়ু আরাধ্যা দাস

১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : সম্প্রতি কাজাখস্থানে অনুষ্ঠিত 'এশিয়ান ইয়থ চেস চ্যাম্পিয়নশিপ, ২০২৪'-এ পদকজয়ী রাজ্যের খুদে দাবাড়ু আরাধ্যা দাস আজ মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে এসে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা:) মানিক সাহার সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরাধ্যার এই সাফল্যের জন্য তাকে অভিনন্দন জানান এবং আগামীদিনের জন্য শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

ICA মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু : দিনমজুর অনুপ ঘোষের কন্যার চিকিৎসায় উদ্যোগ নিতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : সমস্যা পীড়িত জনগণের সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচির ৩১তম পর্বে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সমস্যা পীড়িত মানুষ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সরকারি বাসভবনে এসে তাদের নানাবিধ সমস্যার কথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। তাদের মধ্যে অধিকাংশই এসেছেন চিকিৎসা সংক্রান্ত সহায়তার আর্জি নিয়ে। সমস্যা সমাধানে মুখ্যমন্ত্রী তৎক্ষনাৎ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় সহায়তার প্রদানের নির্দেশ দেন। আজ মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে পূর্ব প্রতাপগড়ের অনুপ ঘোষ তার দুই বছরের শিশুকন্যার চিকিৎসা সংক্রান্ত আর্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। তার মেয়ে জন্মের পর থেকে পিওর রেড সেল অ্যাপলেসিয়া (পিআরসিএ) সংক্রান্ত রোগে ভুগছে। পেশায় দিনমজুর অনুপ ঘোষ তার মেয়ের চিকিৎসার খরচ মেটাতে ও সংসার চালাতে খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আজ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তার আর্জি জানান। মুখ্যমন্ত্রী অনুপ ঘোষের মেয়ের চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখে সঙ্গে সঙ্গেই জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডাঃ শঙ্কর চক্রবর্তীকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে অনুপ ঘোষকে কিভাবে সহায়তা করা যেতে পারে সে বিষয়টি দেখার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের ডেপুটি কমিশনার অচিন্ত্য কিলিকদারকে নির্দেশ দেন। ধলাই জেলার গন্ডাছড়ার চন্দন মজুমদার তার স্ত্রীর চিকিৎসা সংক্রান্ত সহায়তার আর্জি নিয়ে আজ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। চন্দন মজুমদারের স্ত্রী গত দেড় বছর ধরে ব্রেস্ট ক্যান্সারে ভুগছেন। পেশায় পত্রিকা হকার চন্দন মজুমদার আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুণ তার স্ত্রীর চিকিৎসার খরচ ও সংসার চালাতে হিমসিম খাচ্ছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আজ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এসেছিলেন প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আর্জি নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী চন্দন মজুমদারের স্ত্রীর চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখে সঙ্গে সঙ্গেই অটল বিহারী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারের মেডিক্যাল সুপার ডাঃ এস দেববর্মাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। আজ মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে পূর্ব যোগেন্দ্রনগরের ৮০ শতাংশ দিব্যাঙ্গ যুবক প্রসেনজিৎ দাস তার চিকিৎসা সংক্রান্ত সহায়তার আর্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। প্রসেনজিৎ দাস বর্তমানে তার ডান পায়ে এলিফ্যানটিয়াসিস লিমফেডিমা (Elephantiasis Lymphedema) সংক্রান্ত জটিল রোগে ভুগছেন। আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে সে তার সঠিক চিকিৎসাও করাতে পারছেন না। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আর্থিক সহায়তা প্রদানের আর্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রসেনজিৎ দাসের চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখে সঙ্গে সঙ্গেই জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডাঃ শঙ্কর চক্রবর্তীকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। অভয়নগরের রুবি দেববর্মা তার চিকিৎসা সংক্রান্ত সহায়তার আর্জি নিয়ে আজ মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুতে এসে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। রুবি দেববর্মা বিগত কয়েক বছর ধরে লিভারে টিউমার জনিত সমস্যায় ভুগছেন। চিকিৎসকগণ রুবি দেববর্মাকে অতি শীঘ্র অপারেশন করানোর পরামর্শ দেন। কিন্তু পারিবারিক আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য সে তার চিকিৎসাও সঠিকভাবে করাতে পারছেন না। এই অবস্থায় রুবি দেববর্মা তার চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা পেতে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হন। মুখ্যমন্ত্রী রুবি দেববর্মার চিকিৎসা সংক্রান্ত

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখে সঙ্গে সঙ্গেই অটল বিহারী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারের মেডিক্যাল সুপার ডাঃ এস দেববর্মাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। তাছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে আসা কবিরাজ টিলার সুব্রত দাস, চন্দ্রপুরের চন্দ্রিমা নন্দী মজুমদার, বনমালীপুরের মিতা সাহা, এস ডি ও চৌমুহনীর ঝুমুর সাহার মতো অনেকেই পেয়েছেন চিকিৎসায় সহায়তার আশ্বাস। চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্যার সুরাহা করে দেওয়ার পাশাপাশি এদিন মুখ্যমন্ত্রী জমি সহ আইনী সংক্রান্ত বিষয় নিষ্পত্তিরও বিষয়েও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ডঃ প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের ডেপুটি কমিশনার অচিন্ত্য কিলিকদার, জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডাঃ শঙ্কর চক্রবর্তী, অটল বিহারী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারের মেডিক্যাল সুপার ডাঃ এস দেববর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ICA গোমতী জিলা পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ

১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি হিসাবে দেবল দেবরায় এবং সহকারি সভাধিপতি হিসাবে সুজন কুমার সেন আজ শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। উদয়পুর রাজর্ষি হলে আয়োজিত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সভাধিপতি ও সহকারি সভাধিপতিকে শপথবাক্য পাঠ করান পঞ্চায়েত দপ্তরের সচিব ড. সন্দীপ আর রাঠোর। সভাধিপতি ও সহকারি সভাধিপতির শপথ গ্রহণের আগে গোমতী জিলা পরিষদের নবনির্বাচিত ১৩ জন সদস্য-সদস্যা শপথ নেন। তাদের শপথবাক্য পাঠ করান পঞ্চায়েত দপ্তরের অধিকর্তা প্রসূন দে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় নবনির্বাচিত গোমতী জিলা পরিষদের সকল নির্বাচিত প্রতিনিধির সম্মিলিত প্রয়াসে গোমতী জেলা সারা রাজ্যে উন্নয়নের নজির সৃষ্টি করবে বলে আশা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণে গোমতী জিলা পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রঞ্জিত দাস, বিধায়ক জীতেন্দ্র মজুমদার, গোমতী জেলার জেলাশাসক তড়িৎকান্তি চাকমা প্রমুখ।

ICA পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ

১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিদের নিষ্ঠা ও সচ্ছতার সাথে জনকল্যাণে কাজ করতে হবে। পঞ্চায়েত হচ্ছে রাজ্যের উন্নয়নের মূল ভিত্তি। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রূপায়িত হয়। প্রকল্পসমূহের সুফল পঞ্চায়েতের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছায়। আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্য-সদস্যাগণ এবং নবনির্বাচিত সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। উল্লেখ্য, আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি হিসেবে বলাই গোস্বামী এবং সহকারী সভাধিপতি হিসেবে বিশ্বজিৎ শীল শপথ গ্রহণ করেন। সভাধিপতি এবং সহাকারী সভাধিপতিকে শপথ বাক্য পাঠ করান গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব ড. সন্দীপ আর রাঠোর। সভাধিপতি এবং সহাকারী সভাধিপতির শপথ গ্রহণের আগে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের নবনির্বাচিত ১৭ জন সদস্য-সদস্যা শপথ নেন। তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান পঞ্চায়েত দপ্তরের অধিকর্তা প্রসূন দে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটি আগরতলা টাউন হলে আয়োজিত হয়। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষ বহু প্রত্যাশা নিয়ে আপনাদের নির্বাচিত করেছেন। জনস্বার্থে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার দচ্ছ নীতিতে বিশ্বাস করে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দচ্ছ নীতি গ্রহণ করে সরকার কাজ করছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতগুলিকেও স্বচ্ছতা বজায় রেখে জনস্বার্থে কাজ করার উপর মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্বআরোপ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'ভোকাল ফর লোকাল' এই দূরদর্শী আহ্বান কে সামনে রেখে স্থানীয় সম্পদকে কাজে লাগিয়ে গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে কাজ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জিলা পরিষদের নির্বাচিত সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতিদের সাম্মানিক ভাতা দেওয়া হয়। পাশাপাশি স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য-সদস্যাদেরও প্রতি সভায় উপস্থিত থাকার জন্য ভাতা দেওয়া হয়। পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতস্তরেও এরূপ ব্যবস্থাপনা রয়েছে। স্বচ্ছতার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েই সরকার এই ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে রাজ্যে চালু 'আমার সরকার' ওয়েব পোর্টালটি বিভিন্ন মাধ্যমে বহুল প্রশংসিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ২০১৮ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় স্তরের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে রাজ্যের বিভিন্ন জিলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির প্রাপ্ত পুরস্কারগুলির তথ্য বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, পুরস্কারগুলি প্রাপ্তির মাধ্যমে সর্বভারতীয় স্তরে রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত পরিচালনায় সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্যই প্রতিফলিত হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র বিধায়ক দীপক মজুমদার, বিধায়ক কিশোর বর্মন, বিধায়ক মিনারানী সরকার, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব ড. সন্দীপ আর রাঠোর, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ড. বিশাল কুমার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের নবনির্বাচিত সভাধিপতি বলাই গোস্বামী।

রাজ্যভিত্তিক স্টার এনসিডি প্রকল্পের উদ্বোধন

১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : স্বাস্থ্য পরিষেবা রাজ্য সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। রাজ্যের বর্তমান সরকার রাজ্যবাসীকে উন্নত এবং আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে কাজ করছে। এই লক্ষ্যে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর স্বাস্থ্য পরিষেবার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্যোগী রয়েছে। আজ আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার অডিটোরিয়ামে রাজ্যভিত্তিক স্টার এনসিডি (নন-কমিউনিক্যাবল ডিজিজেস) প্রকল্পের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের তিনটি বিভাগের হেলথ কাউন্সিল রেজিস্ট্রেশন পোর্টালের উদ্বোধন করেন। উল্লেখ্য, আইসিএমআর-এর জাতীয় স্বাস্থ্য গবেষণায় স্টার এনসিডি প্রকল্প অন্যতম অগ্রাধিকার প্রকল্প। এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অ্যাম্বুলেটরি কেয়ার পরিষেবাকে উন্নত করার মধ্য দিয়ে অসংক্রামক রোগের নির্ণায়ক চিকিৎসার সম্প্রসারণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ত্রিপুরাতে অনেকেই অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত হন। ভারতবর্ষে এই ধরনের রোগী প্রায় ৬২ শতাংশ। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে রাজ্যে রোগীর সঠিক সংখ্যা জানা যাবে পাশাপাশি তাদেরকে সঠিক চিকিৎসা প্রদানও করা সম্ভব হবে। এই প্রকল্পের অনেক সুযোগ সুবিধা রয়েছে। যার ফলে চিকিৎসা ক্ষেত্রে অনেক নতুন নতুন দিকও বেরিয়ে আসবে। দেশের চারটি রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা একটি যেখানে এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। রাজ্যের গোমতী জেলায় এই প্রকল্প প্রথম ধাপে চালু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অসংক্রামক রোগ মানুষের জীবনশৈলীর উপর অনেক নির্ভরশীল। সচেতনতা এই অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধের একটি উপায়। তাই স্টার এনসিডি প্রকল্প রাজ্যের জন্য একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ। রাজ্যের রোগীর চিকিৎসা পরিষেবা বৃদ্ধির পাশাপাশি চিকিৎসকদেরও এই রোগ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান বৃদ্ধিতে এই প্রকল্প সহায়তা করবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা ভারতের অনেক রাজ্যের তুলনায় কোনও অংশে কম নয়। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতিতে অনেক আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি প্রয়োগ করে চলছে। মানুষ এতে অনেকে উপকৃতও হচ্ছেন। রাজ্যে এখন অনেক জটিল অপারেশন রাজ্যের চিকিৎসকদের দ্বারাই সম্পন্ন হচ্ছে। রোগীদেরও বাইরে যাবার প্রবণতা অনেক হ্রাস পেয়েছে। মানুষ রাজ্য স্বাস্থ্য পরিষেবার উপর আস্থাশীল হচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী এই প্রকল্পের সার্বিক সফলতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, রাজ্যে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আজকের দিনটি খুবই উল্লেখযোগ্য। অসংক্রামক রোগ সারা দেশে নিরন্তর বেড়ে চলছে। ত্রিপুরাতেও এই রোগের অনেক রোগী রয়েছে। তাই ক্ষেত্র পর্যায়ে গিয়ে এই রোগের রোগী নির্ণয়, চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের জন্য এই প্রকল্প অনেক উপযোগী হবে। পরবর্তীতে রাজ্যের প্রত্যেক জেলাতে এর মনিটরিং হবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে রোগী রেফার কেইস, রোগীকে সঠিক ঔষধ প্রদান ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। তাই সর্বোপরি এই প্রকল্প মানুষের অনেক উপকারে আসবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, নয়াদিল্লির এইমস হাসপাতালের ডা. নিখিল টেন্ডন। বক্তব্য রাখেন ডা. আসু গ্রোভার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ত্রিপুরা রাজ্য শাখার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ড. সামিত রায় চৌধুরী, রাজ্য পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাস, অধিকর্তা রাজ্য মেডিক্যাল এডুকেশনের প্রফেসর (ডা.) এইচ পি শর্মা প্রমুখ।

সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্য দপ্তরের বিশেষ সচিব

অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে ন্যায্যমূল্যের দোকানে বিনামূল্যে কার্ডপিছু অতিরিক্ত ১০ কেজি চাল দেওয়া হবে

আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে রাজ্যের ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে প্রতি রেশন কার্ডপিছু অতিরিক্ত ১০ কেজি চাল বিনামূল্যে দেওয়া হবে। রাজ্য সরকারের বন্যা ত্রাণ প্যাকেজে এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার একথা জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, এজন্য রাজ্য সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে ৭০ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিশেষ সচিব আরও জানান, বন্যায় ৭৯টি রেশন দোকান, ১১টি খাদ্য গুদাম এবং মজুতকৃত ১৬০ মেট্রিকটন চাল, ৯ মেট্রিকটন আটা, ৮ মেট্রিকটন মসুর ডাল, প্রায় ১২ মেট্রিকটন লবণ এবং ১.৫ মেট্রিকটন চিনি নষ্ট হয়েছে। এরফলে মোট ক্ষতি ১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা। খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার আরও বলেন, বন্যায় যে সকল খাদ্য সামগ্রী নষ্ট হয়েছে তা নিয়ম মেনে ইতিমধ্যেই ডাম্পিং করা হয়েছে। বিশেষ সচিব আরও জানান, বর্তমানে রাজ্যে ৭৪ দিনের চাল, ৬৭ দিনের আটা, ২০ দিনের লবণ, ৭ দিনের পেট্রোল, ৬ দিনের ডিজেল, ২০ দিনের কেরোসিন পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত রয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের অধিকর্তা নির্মল অধিকারী।

জৈব পদ্ধতিতে চাষের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা দারুণ অগ্রগতি ঘটিয়েছে: রাজ্যপাল

আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : জৈব পদ্ধতিতে চাষের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা দারুণ অগ্রগতি ঘটিয়েছে। পরিবেশবান্ধব চাষের পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ত্রিপুরা যে চমকপ্রদ সাফল্য দেখিয়েছে তা খুব প্রশংসার দাবি রাখে। আজ সকালে আগরতলা প্রেস ক্লাবে ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তীর লেখা 'ত্রিপুরার মাটির উর্বরতা, পরীক্ষা, ফসল, চাষবাস ও গবেষণা' শীর্ষক পুস্তকটির আবরণ উন্মোচন করে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু একথা বলেন। তিনি বলেন, সমাজ জীবনে এবং ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কৃষকদের অবস্থার উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কৃষকরা চাষের ক্ষেত্রে যেসমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হন সেগুলি দূর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন আরও বাড়ানোর জন্য এগিয়ে আসতে রাজ্যপাল রাজ্যের কৃষকগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গার মাটিতে কি কি ফসল বেশী করে উৎপাদন করা যায় তা এই বইটি পড়ে কৃষকগণ ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন বলে রাজ্যপাল আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন আইসিএআর রিসার্চ কমপ্লেক্সের প্রধান ড. বি ইউ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য।

উদয়পুরে রাজ্যভিত্তিক 'স্বচ্ছতা হি সেবা অভিযান-২০২৪' এর উদ্বোধন

স্বচ্ছতার পরিবেশ বজায় রাখতে হলে স্বচ্ছ মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

উদয়পুর,১৭ সেপ্টেম্বর,২০২৪: স্বচ্ছতার পরিবেশ বজায় রাখতে হলে স্বচ্ছ মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে। পরিবেশকে সুন্দর ও স্বাভাবিক রাখার জন্য সাফাই অভিযানের পাশাপাশি বৃক্ষরোপণে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। আজ উদয়পুরে রাজ্যভিত্তিক 'স্বচ্ছতা হি সেবা অভিযান -২০২৪' এর উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে গোমতী জেলার উদয়পুর জগন্নাথ দীঘি প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারের পাশাপাশি সাধারণ জনগণ সকলে নিজ নিজ এলাকা, বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, স্কুল, কলেজ, বিভিন্ন ধর্মীয় স্থান, পর্যটন কেন্দ্র ইত্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পারলেই বিভিন্ন ধরণের রোগব্যাধি থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যাবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীও একই দিশাতে কাজ করছেন। প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছতাকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন। যারফলে স্বচ্ছতা আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচারাভিযানের রূপ পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী দেশে চলতে থাকা দীর্ঘদিনের অনেক সমস্যাও সমাধান করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্যই সম্পদ। তাই সাধারণ মানুষের চিকিৎসার কথা চিন্তা করে প্রধানমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনা চালু করা হয়েছে। রাজ্যেও যারা প্রধানমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারেননি তাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনা চালু করা হয়েছে। দেশের বীর সৈনিকদের সম্মানার্থে হর ঘর তিরঙ্গা, মেরি মাটি মেরা দেশ, ৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম ইত্যাদি অনুষ্ঠান করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, নিজের এলাকাকে পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব সকলের। সরকারি ব্যবস্থাপনায় সাফাই কর্মীরা শহরকে আবর্জনামুক্ত রাখতে নিরলস কাজ করে চলেছেন। স্বচ্ছতা বজায় থাকলে পরিবেশও সুন্দর ও নির্মল দেখায়।

অনুষ্ঠানে পানীয়জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তর এবং নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং বলেন, একটা সময় স্বচ্ছতা অভিযান শুধুমাত্র শৌচালয় ব্যবহার ও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নির্মাণ ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে সামগ্রিকভাবে স্বচ্ছতাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে গোমতী জেলার জেলাশাসক তড়িৎ কান্তি চাকমা বলেন, জেলায় বৃক্ষরোপণের উপর প্রচারাভিযান চালানো হচ্ছে। সাফাই মিত্রদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজনও করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, আগামী ২ অক্টোবর পর্যন্ত চলতে থাকা এই স্বচ্ছতা অভিযানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরুর আগে মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথ দীঘির পূর্ব পাড়ে সাফাই অভিযানে অংশ নেন এবং 'এক পেড় মা কে নাম' ভাবনার অঙ্গ হিসেবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। মূল অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল ও ত্রিপুরার প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী যিষ্ণু দেববর্মা কর্তৃক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত টেপানিয়া আমতলিস্থিত 'আলোর দিশারি' আশ্রমে প্রেরিত সামগ্রী বোঝাই গাড়িটিকে পতাকা নেড়ে সূচনা করেন। তারপর মুখ্যমন্ত্রী মাতাবাড়ি ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির দর্শন করেন ও পুজো দেন।

বিশ্ব বাঁশ দিবস অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী
ঊনকোটি জেলায় ব্যাম্বো পার্ক গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে

আগরতলা, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪:রাজ্য সরকার রাজ্যে বাঁশ চাষ সম্প্রসারণ, বাঁশচাষি এবং হস্তকারু শিল্পীদের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নে নানা প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বাঁশ চাষে সহজে আত্মনির্ভর হওয়া যায়। বাঁশভিত্তিক শিল্পকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এগিয়ে নিতে পারলে ত্রিপুরার অর্থনীতি আরও চাঙ্গা হয়ে উঠবে। শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা আজ প্রজ্ঞাভবনের ৩নং হলে আয়োজিত 'বিশ্ব বাঁশ দিবস' অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন। ত্রিপুরা ব্যাম্বো মিশন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এবছর বিশ্ব বাঁশ দিবসের মূল ভাবনা হলো 'নেক্সট জেনারেশন ব্যাম্বো সলিউশন, ইনোভেশন এন্ড ডিজাইন'।

এই দিবসের উদ্বোধন করে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা উদ্যোক্তাদের এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, রাজ্যে প্রায় ৪২০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ২৩ রকমের বাঁশ চাষ হয়। রাজ্যে প্রায় ১ লক্ষ লোক বাঁশ চাষের সাথে যুক্ত রয়েছেন। ত্রিপুরায় বাঁশ শিল্প থেকে বছরে প্রায় ১২০ কোটি টাকার বাণিজ্য হয়। তাই এই শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে। তাই এই শিল্পের সাথে যুক্ত শিল্পীদের নিত্য নতুন ডিজাইনে পণ্য সামগ্রী তৈরী করতে হবে। শিল্পীদের সহায়তায় মুখ্যমন্ত্রী আগরবাতি আত্মনির্ভর স্কিম চালু করা হয়েছে। অনেক শিল্পী এই স্কিমের সহায়তা নিয়ে বাঁশের বোতল, টাইলস সহ অন্যান্য সামগ্রী তৈরী করেছেন। এর চাহিদাও দিন দিন বেড়ে চলেছে। তাই কেবল জনজাতি এলাকায় নয়, রাজ্যে বাঁশ চাষের এলাকা বাড়াতে হবে। জাতীয় ব্যাম্বো মিশন ৬০ শতাংশ ভর্তুকিতে সুবিধাভোগীদের ঋণ দেয়। তিনি বলেন, ধূপকাঠির শলা তৈরী করার জন্য উত্তর ও ঊনকোটি জেলাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। বোধজংনগরে ব্যাম্বো পার্ক গড়ে তোলা হয়েছে। ঊনকোটি জেলায় ব্যাম্বো পার্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি শিল্পীদের উদ্দেশ্যে বলেন, নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করলেই সফলতা আসবে। উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদ, রাজ্য সরকার, নাবার্ড, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক, ন্যাশনাল ব্যাম্বো মিশন, ত্রিপুরা ব্যাম্বো মিশন ও ইন্দো-জার্মাণ প্রজেক্টের মাধ্যমে বাঁশ চাষিদের বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করা হবে।

শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, রাজ্যের যেখানে যেখানে বাঁশ চাষের সম্ভাবনা রয়েছে সেস্থানগুলি চিহ্নিত করণের কাজ চলছে। চাকমাঘাট ব্যাম্বো ডিপো পুনরায় চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক প্রজেক্টে রাজ্যের ৮ জেলায় ব্যাম্বো সেক্টরের উন্নয়নে ডিপিআর তৈরীর কাজ চলছে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন রাজ্যের প্রধান মুখ্য বনসংরক্ষক আর কে শ্যামল এবং ইন্দো-জার্মান প্রজেক্টের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক ডব্লিও ভূটিয়া। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা ব্যাম্বো মিশনের মিশন ডিরেক্টর এস প্রভু। তিনি অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল ব্যাম্বো মিশন ও ত্রিপুরা ব্যাম্বো মিশনের ২০২৪- ২৫ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠান শেষে শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রী

সহ অতিথিগণ রোলম্যাট তৈরীর কারিগর জোৎস্না দেবনাথ সহ মোট ১৮ জন গ্রামীণ শিল্পীকে উত্তরীয় ও মেমেন্টো দিয়ে পুরস্কৃত করেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে ত্রিপুরা ব্যাম্বো মিশনের এমডি এস প্রভু, বন দপ্তরের এমডি প্রসাদ রাও, হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প দপ্তরের অধিকর্তা ড. অরুণ কুমার সহ বিভিন্ন ব্যাঙ্কের আধিকারিকগণ বাঁশ, বেত, কারু শিল্প উদ্যোগী, বাঁশ উৎপাদনকারী ও কারিগরদের সাথে মতবিনিময় করেন। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ত্রিপুরা ব্যাম্বো মিশনের অতিরিক্ত এম ডি এস সি দাস।

সপ্তম রাষ্ট্রীয় পোষণ মাহ অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণমন্ত্রী
শিশুদের বিকাশের প্রাথমিক স্থান হলো অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র

আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : শৈশবকাল থেকেই শিশুরা সুস্থ ও সবলভাবে বেড়ে উঠলে সমাজ, রাজ্য ও দেশ শক্তিশালী হয়ে উঠবে। কারণ শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ। রাজ্যের শিশুরা শৈশবকাল থেকেই যাতে স্বাস্থ্যবান হয়, অপুষ্টি, রক্তাল্পতায় না ভোগে সেই লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর বহুমুখী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায় আজ আগরতলা টাউনহলে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক সপ্তম রাষ্ট্রীয় পোষণ মাহ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৮ সালের ৮ মার্চ এই পোষণ মাহ অভিযান (জাতীয় পুষ্টি মিশন)-এর সূচনা করেন। বর্তমানে প্রতিবছর ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় পোষণ মাহ পালন করা হয়। এবছর রাষ্ট্রীয় পোষণ মাহ-এর মূল থিম হলো রক্তাল্পতা, বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ, পরিপূরক খাদ্য খাওয়ানো, পোষণ ভি পড়াই ভি এবং সামগ্রিক পুষ্টি।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, শিশুদের বিকাশের প্রাথমিক স্থান হলো অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে সবদিক দিয়ে উন্নত করতে পারলে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। রাজ্যে প্রায় ১০ হাজার অঙ্গনওয়াডি কেন্দ্র রয়েছে। এতে প্রায় ৪ লক্ষ শিশু রয়েছে। প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে লেখাপড়া, পানীয়জল, শৌচালয়, খেলাধুলা, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যে ৩টি জাতীয় এবং ৩০টি রাজ্যস্তরের সামাজিক ভাতা প্রকল্পে প্রায় ৪ লক্ষ সুবিধাভোগীকে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। রাজ্যে ৩০ হাজার দিব্যাঙ্গজনকে ইউডিআইডি কার্ড দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী বলেন সংকল্প নিলেই সিদ্ধিলাভ করা যায়। এই সংকল্প গুণেই কাশ্মীরের দিব্যাঙ্গ বোন শীতল দেবী প্যারা এশিয়ান গেমসে সোনা, রূপা এবং এবছরের প্যারিস অলিম্পিক গেমসে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেছেন। ভারত সরকার তাকে পদ্মশ্রী পদকে ভূষিত করেছে। অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণমন্ত্রী টিংকু রায় এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক রাজ্যে যে ১০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র সংস্কার করে নতুন আঙ্গিকে গড়ে তুলেছে তার ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে আগরতলার পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার বলেন, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। আজ নারীরা আগের চাইতে অনেক সুরক্ষিত। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা ও ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস। অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণমন্ত্রী সহ অতিথিগণ ৫ জন গর্ভবতী মহিলা ও ৫ জন শিশুর হাতে পোষণ কিট তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের তৈরি পোষণ মাহ-এর ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিগণ দপ্তরের শিশুর ওজন ও বৃদ্ধি পরিমাপক কেন্দ্র, স্থানীয় খাদ্য সামগ্রীর প্রদর্শনী ও রক্তাল্পতা সনাক্তকরণ ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা এল রাঞ্চল।

আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের নতুন ভবন ও পর্যটন কেন্দ্রের উদ্বোধন

ত্রিপুরায় পর্যটন শিল্পের বিকাশে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

কমলপুর, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : রাজ্যে পর্যটন শিল্পের বিকাশের সাথে সাথে মানুষের আর্থসামাজিক মানোন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে। বিগত বছরগুলিতে যারা এ রাজ্যে সরকার পরিচালনা করেছে তাদের মধ্যে ত্রিপুরার পর্যটন শিল্পের বিকাশের কোনও চিন্তা ভাবনা ছিল না। বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ত্রিপুরায় পর্যটন শিল্পের বিকাশে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ কমলপুরের সানাইয়া রিয়াং পাড়াতে সুলমা ডঙ্গুর তুইসুই ঝর্ণাকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা পর্যটন কেন্দ্রের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথাগুলি বলেন। এই অনুষ্ঠানের আগে মুখ্যমন্ত্রী কমলপুরের নাকাশিপাড়ায় আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন।

মুখ্যমন্ত্রী ডা. সাহা বলেন, স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে সিপাহীজলা, নীরমহল, উদয়পুর, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ, জম্পুইহিল প্রভৃতি পর্যটন কেন্দ্রগুলির উন্নয়নের কাজ চলছে। রাজ্যে বিভিন্ন পর্যটন স্থলগুলিকে কেন্দ্র করে পরিবেশবান্ধব ৪১টি লগহাট চালু করা হয়েছে। আরও ১০টি লগহাট শীঘ্রই চালু করা হবে। আগরতলার উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের মাধ্যমে রাজবংশের ইতিহাস প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রদর্শিত হচ্ছে। প্রসাদ প্রকল্পে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের উন্নয়ন হচ্ছে। ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে দর্শনার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডম্বুর জলাশয়, ছবিমুড়া এবং জম্পুইহিলে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম চালু করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আরও বলেন যে, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে রাজ্যে ৪ লক্ষ ৭০ হাজার অন্তর্দেশীয় পর্যটক এসেছেন। এছাড়া বিদেশি পর্যটক ত্রিপুরাতে এসেছেন ৭৫ হাজার জন। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের প্রকল্পে ১.৮০ কোটি টাকা ব্যয় করে ফটিক সাগর, অমর সাগর, নীরমহল, ছবিমুড়া প্রভৃতি পর্যটন কেন্দ্রগুলির উন্নয়ন করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পর্যটকদের রাজ্যে ভ্রমণের সময় তাদের কাছে রাজ্যের শিল্প সংস্কৃতি তুলে ধরতে হবে। সৌরভ গাঙ্গুলিকে ত্রিপুরা ট্যুরিজমের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করার পর ত্রিপুরার পর্যটন সম্পর্কে সারা বিশ্বের মানুষ জানতে পারছে এবং রাজ্যে পর্যটকের সংখ্যা বাড়ছে।

অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ত্রিপুরার পর্যটনকে কিভাবে ভারতের পাশাপাশি বিদেশি পর্যটকদের কাছে আকৃষ্ট করা যায় তারজন্য ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। স্বদেশ দর্শন-১ প্রকল্পে ৫ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করে সুলমা ডঙ্গুর তুইসুই ঝর্ণাকে ভিত্তি করে গড়ে তোলা পর্যটন ক্ষেত্রের বিকাশে কাজ করা হয়েছে। বর্তমানে স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে উনকোটি পর্যটন কেন্দ্রে ৬৯ কোটি টাকা ব্যয় করে উন্নয়ন করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব, ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, এমডিসি ধীরেন্দ্র দেববর্মা, সালেমা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান বীণা দাস, কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন প্রশান্ত সিনহা, ধলাই জেলার জেলাশাসক সাজু বাহিদ এ, ধলাই জেলার পুলিশ সুপার অভিনাশ রাই, পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা প্রশান্ত বাদল নেগি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দুর্গা চৌমুহনি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভানু প্রতাপ লোধ।

কমলপুরের নাকাশিপাড়ায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আজ আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের (পিএইচসি) নতুন ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব, বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, ধলাই জেলার জেলাশাসক সাজু বাহিদ এ, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাস প্রমুখ। নতুন ভবন নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৩ কোটি ৪৬ লক্ষ ৯ হাজার ২০৩ টাকা।

নাকাশিপাড়া আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরে প্রাক প্রসবকালীন চেকআপ, টিকাকরণ কর্মসূচি, পরিবার পরিকল্পনার সুবিধা, ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, কুষ্ঠরোগী সনাক্তকরণ, দন্ত রোগের চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া জননী সুরক্ষা যোজনা, জননী শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম, আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা ইত্যাদির সুবিধাও রয়েছে। নতুন ভবনের উদ্বোধনের পর মুখ্যমন্ত্রী আশাকর্মী এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যাপক সংখ্যায় এলাকার জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

ICA ত্রিপুরায় পিএম বিশ্বকর্মা বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান এখন পর্যন্ত ৫১,৩০৫ জনের নাম নথিভুক্ত

আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : পিএম বিশ্বকর্মা প্রকল্পের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান আজ সারা দেশের বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে আগরতলাতেও উদযাপন করা হয়। মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধায় আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাজ্যে এ সম্পর্কিত অনুষ্ঠানটি খেজুরবাগানস্থিত ব্যাম্বু অ্যান্ড কেইন ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিসিডিআই) প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ওয়ার্ধায় আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার দেখানো হয়।

বিসিডিআই প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশীয় প্রযুক্তির ব্যবহার এবং দেশীয় পণ্য উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের অর্থনীতির বুনিয়াদকে আরও শক্তিশালী করতে হলে স্থানীয় পণ্যকে গুরুত্ব দিয়ে কারিগরদের দক্ষতা বৃদ্ধি, পণ্য উৎপাদনে সহায়তা এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের উপর বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গত ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পিএম বিশ্বকর্মা প্রকল্পের সূচনা করেন।

উল্লেখ্য, এই প্রকল্পে ১৮টি বিভিন্ন ধরনের ঐতিহ্যবাহী সামগ্রীর কারিগর ও কারুকর্মীদের এই প্রকল্পে আধুনিক সরঞ্জামের ব্যবহারের দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি, ব্যবসার জন্য ৫ শতাংশ সুদে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদানের সুবিধা রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের উপর কারিগরদের ১৫ হাজার টাকা টুলকিট কেনার জন্য সহায়তা দেওয়া হয়।

সারা দেশে এখন পর্যন্ত ২০ লক্ষ কারিগর ও কারুশিল্পীর নাম এই প্রকল্পে নথিভুক্ত করা হয়েছে। এরমধ্যে ৮ লক্ষ জনকে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণের পর ১ লক্ষ ৬০ হাজার জনকে প্রায় ১,৪০০ কোটি টাকার ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৫১,৩০৫ জনের নাম এই প্রকল্পে নথিভুক্ত করা হয়েছে। ১৮,০০০ জনকে দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ৬,০০০ জন সফলতার সাথে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। ১,৩০০ জনকে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। রাজ্যে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এবং ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক পিএম বিশ্বকর্মা প্রকল্পে ঋণ প্রদান করে থাকে।

অনুষ্ঠানে আলোচনায় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, পিএম বিশ্বকর্মা প্রকল্পে দক্ষতা বিকাশের জন্য সারা রাজ্যে ২০টিরও বেশি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা এবং রাজ্যস্তরে কমিটিও রয়েছে বলে সচিব জানান। অনুষ্ঠান মঞ্চে শেষ পর্যায়ে কয়েকজন সুবিধাভোগীকে ঋণের মঞ্জুরিপত্র ও প্রশিক্ষণের প্রমাণপত্র তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক মেঘা জৈন, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান সত্যেন্দ্র সিং ও পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ডিজিএম ঋতুরাজ কৃষ্ণা।

ICA ৪৩তম আগরতলা বইমেলা ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে আয়োজনের উদ্যোগ

আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: ৪৩তম আগরতলা বইমেলা ২০২৫ আগামী বছর জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে আয়োজন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরীক্ষা, আবহাওয়াজনিত সমস্যা ইত্যাদি বিষয়গুলি বিবেচনায় সমস্ত বইপ্রেমী, প্রকাশক, লেখক, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীমহল সহ সংশ্লিষ্ট সকলের সুবিধার্থে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ICA পানীয় জল সম্প্রসারণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

প্রকল্পের কাজ শেষ হলে ৭৫ হাজার পরিবার উপকৃত হবে: মুখ্যমন্ত্রী

উদয়পুর, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্গদর্শনে কাজ করছে রাজ্য সরকার। জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ট ত্রিপুরা গঠনে এগিয়ে চলেছে বর্তমান সরকার। আজ উদয়পুর রাজর্ষি কলাক্ষেত্র প্রাঙ্গণে রাজ্যের ১২টি শহরে মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্পে পানীয়জল সম্প্রসারণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও পানীয়জল সম্প্রসারণ মডেলের আবরণ উন্মোচন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী দেশে দীর্ঘদিন চলতে থাকা কাশ্মীর সমস্যা, উত্তরপূর্ব ভারতে উগ্রপন্থার সমস্যা সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করেছেন। তেমনি দেশের নাগরিকদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ও পরিষেবা প্রদানেও কাজ করে চলেছেন। প্রধানমন্ত্রী চাইছেন এক ভারত, শ্রেষ্ট ভারত গঠনে সবাই এগিয়ে আসুক এবং সেই দিশাতেই রাজ্য সরকারও কাজ করছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের প্রতিটি নগরের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। রাস্তাঘাট, পানীয়জল, জল নিকাশী ব্যবস্থা, স্ট্রিট লাইট, পার্ক নির্মানে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট

ব্যাংক এর আর্থিক সহায়তায় রাজ্যের ১২টি শহর খোয়াই, মোহনপুর, রানীরবাজার, বিশ্রামগঞ্জ, মেলাঘর, উদয়পুর, অমরপুর, বিলোনিয়া, ধর্মনগর, কৈলাসহর, কুমারঘাট এবং আমবাসায় পানীয়জলের ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং নিকাশী ব্যবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এই ১২টি শহরের উন্নতিকল্পে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক মোট ৫৩০ কোটি টাকার আর্থিক ঋণ প্রদান করছে। যারমধ্যে পানীয়জল সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নতি সাধনে প্রথম পর্যায়ে ৩৩০ কোটি টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এডিবির নির্দেশিকা অনুযায়ী এই কাজ আগামী ৩৬ মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে। এই প্রকল্পের কাজ শেষ হলে ৭৫ হাজার পরিবারের প্রায় ৪ লক্ষ নাগরিক উপকৃত হবেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এই ১২টি শহরে পানীয়জল সম্প্রসারণের পাশাপাশি ১৮ কিলোমিটার রাস্তা এবং ৪৮ কিলোমিটার পাকা ড্রেন নির্মাণের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। এই কাজের জন্য ২০০ কোটি টাকার অনুমোদন পাওয়া গেছে। এর ফলে নগর এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার যেমন উন্নয়ন হবে তেমনি বর্ষার সময়ে জল নিষ্কাশন ব্যবস্থারও উন্নতি হবে। মুখ্যমন্ত্রী দপ্তরের অধিকারিকদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার জন্যও নির্দেশ দেন। তিনি এই প্রকল্পের অনুমোদনের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী নির্মলা সীতারমনকে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, বর্তমান সরকার নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা নিয়ে কাজ করছে। এছাড়া, শহরের রাস্তাঘাট, নিকাশী ব্যবস্থার উন্নতি হলে বন্যার জল অতি সহজে নিষ্কাশিত হয়ে যাবে। অনুষ্ঠানে এই প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং। স্বাগত বক্তব্য রাখেন নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা রজত পন্থ। ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন নগর উন্নয়ন দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার মিহির কান্তি গোপ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার। এছাড়াও অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, গোমতী জেলার জেলা শাসক তড়িৎ কান্তি চাকমা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ১২টি শহরের পানীয়জল সম্প্রসারণ প্রকল্পের উপর একটি তথ্যচিত্র দেখানো হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্পের গাইডলাইন এর আবরণ উন্মোচন করেন। এছাড়া, অনুষ্ঠান মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা জল বোর্ড এর অমরুত ২.০ প্রকল্পের অধীনে 'অমরুত মিত্র' হিসেবে ৩টি স্ব সহায়ক দলের দ্বারা জল পরীক্ষা করা এবং জল কর সংগ্রহের জন্য তাঁদের হাতে মেমেন্টো, শংসাপত্র এবং ৫ হাজার টাকা করে চেক তুলে দেন। মঞ্চে করবুক বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয়ের পক্ষ থেকে বন্যায় দুর্গতদের সাহায্যর্থে ৫০ হাজার টাকার চেক মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, এই প্রকল্পে ১২টি শহরে মোট ১৯টি ওভারহেড ট্যাংক তৈরী করা হবে এবং এই ট্যাংকগুলি থেকে ৩০৫ কিলোমিটার পাইপলাইন বিছিয়ে বাড়ি বাড়ি পানীয়জল পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও রাজ্যের বাকি ৮টি নগর পঞ্চায়েত পানিসাগর, কমলপুর, জিরানীয়া, বিশালগড়, সাব্রুম, শান্তিরবাজার, তেলিয়ামুড়া এবং সোনামুড়ার জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩০৯ কোটি টাকার প্রকল্প এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এই প্রকল্পটি রূপায়নে নগর উন্নয়ন দপ্তরের আওতায় একটি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও নির্মাণকার্য সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য ১২টি শহরকে তিনটি ক্লাস্টারে ভাগ করে আগরতলা, উদয়পুর এবং কুমারঘাটকে হেডকোয়ার্টার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ICA TRIPURA গোমতী জেলা পুলিশ সুপারের নতুন কার্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

রাজ্যে আইনের শাসন আছে বলেই বিভিন্ন ধরণের অপরাধ হ্রাস পেয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

উদয়পুর, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: শান্তি সম্প্রীতি বজায় থাকলে উন্নয়নমূলক কাজ আরও ভালভাবে করা যায়। রাজ্যে আইনের শাসন আছে বলেই বিভিন্ন ধরণের অপরাধ হ্রাস পেয়েছে। বর্তমান সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। আজ উদয়পুর জগন্নাথ দীঘির পূর্ব পাড়ে গোমতী জেলা পুলিশ সুপারের নতুন কার্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য পুলিশের ১৫০ বছরের গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। সমাজ ব্যবস্থায় অনেক সময় মানুষকে বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। রাজ্য পুলিশ সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়।

তিনি বলেন, রাজ্যে বিগত বছরের তুলনায় অপরাধমূলক কার্যকলাপ ব্যাপক হারে হ্রাস পেয়েছে। জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্য পুলিশের প্রয়াস কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। তাতে সাফল্যও আসছে। তিনি বলেন অল্প বয়সের যুবক

যুবতীরা নেশায় আসক্ত হচ্ছে। তারজন্য আরও বেশি করে মাদক বিরোধী অভিযান চালাতে হবে। পাশাপাশি সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে মাদক বিরোধী প্রচারাভিযান জারি রাখতে হবে। তিনি আরও বলেন, মহিলাদের সুরক্ষা প্রদানেও সরকার বদ্ধপরিকর। যার জন্য রাজ্যে ৮টি জেলায় ৯টি মহিলা থানা স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে মহিলা সংক্রান্ত যেকোনো অপরাধের ব্যাপারে মহিলারা অভিযোগ জানাতে পারছেন। সহযোগিতাও পাচ্ছেন। রাজ্যে শান্তির পরিবেশ বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় সরকারও সচেতন। সম্প্রতি রাজ্যের দুটি উগ্রবাদী সংগঠনের সাথে দিল্লিতে শান্তি চুক্তিও হয়েছে।

অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, আজকের এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মাধ্যমে গোমতী জেলার দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ হতে চলেছে। তিনি বলেন, কার্যালয়ের পরিকাঠামো ঠিকঠাক থাকলে কাজের গতিও বৃদ্ধি পায়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পুলিশ মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন। এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, বিধায়ক পাঠানলাল জমাতিয়া, উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার, ডিজিপি (ইন্টিলিজেন্স) অনুরাগ, ডিআইজিপি (আইন শৃঙ্খলা) ইপার মঞ্চক ডিন্যানোবা, জেলাশাসক তড়িৎ কান্তি চাকমা, জেলা পুলিশ সুপার রতিরঞ্জন দেবনাথ প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি হলে আয়োজিত মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী টেম্পল ট্রাস্ট এর সভায় সভাপতিত্ব করেন। সেখানে প্রসাদ প্রকল্পে নির্মিত মাতাবাড়ি ট্যুরিজম প্রজেক্ট এর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা এবং এর উদ্বোধন ও ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন ও পরামর্শ দেন।

রাণীরবাজারে শহুরী আজিবীকা মিশনে ঋণ প্রদান অনুষ্ঠান

স্বসহায়ক দলের সদস্যাগণ আত্মনির্ভর ভারত গড়তে মুখ্য ভূমিকা পালন করছেন: পর্যটনমন্ত্রী

আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: স্বসহায়ক দল গঠনের উদ্দেশ্য হলো নিজে স্বনির্ভর হওয়া ও সবাই মিলে আত্মনির্ভর হওয়া। স্বসহায়ক দলের সদস্যাগণ আত্মনির্ভর ভারত গড়তে মুখ্য ভূমিকা পালন করছেন। রাণীরবাজার পুর পরিষদের উদ্যোগে গীতাঞ্জলী টাউনহলে আজ ত্রিপুরা শহুরী আজিবীকা মিশনে ৭৩টি স্বসহায়ক দলকে মেগা ঋণ প্রদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, বর্তমানে ত্রিপুরায় ৫০ হাজার স্বসহায়ক দলের প্রায় ৫ লক্ষ সদস্যা রয়েছেন। এই মহিলা সদস্যাগণ সকলেই এখন আত্মনির্ভর। মহিলাদের এই আত্মনির্ভর করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করতে না পারলে আত্মনির্ভর সমাজ গঠন করা যাবে না। পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, শুধুমাত্র পারিবারিক দায়িত্ব পালন করা এবং পরিবারের একটি সীমাবদ্ধ গন্ডির মধ্যে মহিলাগণ আবদ্ধ থাকবেন না। তিনি সব মহিলাগণকে আত্মনির্ভর ভারত গড়ার পাশাপাশি আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার কাজেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে ৭৩টি স্বসহায়ক দলকে, ৫ জনকে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রামে, ৬২ জনকে প্রধানমন্ত্রী স্ট্রিট ভেনডার্স আত্মনির্ভর নিধি প্রকল্পে ন্যূনতম সুদে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এই কর্মসূচির জন্য ব্যয় হয়েছে ৩ কোটি ২৭ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাণীরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অপর্ণা শুরুদাস ও ভাইস চেয়ারপার্সন প্রবীর কুমার দাস। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক, দেবীনগর গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানেজার রাহুল দেবনাথ, রাণীরবাজার স্টেট ব্যাংকের ম্যানেজার বিকাশ রায়, রাণীরবাজার পুর পরিষদের উপ মুখ্যআধিকারিক শ্যামল দেববর্মা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ও বক্তব্য রাখেন জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জিরানীয়ার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক অনিমেষ ধর। খাদ্য ও জনসংভরণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সহ অন্যান্য অতিথিগণ স্বসহায়ক দল ও অন্যান্য ঋণ গ্রহীতাদের হাতে ঋণের মঞ্জুরীপত্র তুলে দেন।

প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় আমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে: বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী

আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: কৃত্রিমতা নয়। প্রাকৃতিক নিয়মে চললে আমাদের দেহ, মন যেমন ভাল থাকবে তেমনি প্রকৃতিও সুরক্ষিত থাকবে। আমরা যদি আমাদের জীবন শৈলীকে পরিবর্তন করতে চাই তাহলে ভারতবর্ষের পরম্পরাগত সংস্কৃতি ও ব্যবস্থাপনাকে আমাদের অবলম্বন করতে হবে। সেলক্ষ্যেই ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ছাত্রছাত্রীদের মনে উদ্ভাবনী শক্তি সৃষ্টির প্রয়াস নিয়েছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা আজ প্রজ্ঞাভবনের ১নং হলে আয়োজিত 'সবুজ ত্রিপুরার লক্ষ্যে সাশ্রয়ী ও টেকসই জীবন ধারা' এই থিমের উপর রাজ্যস্তরীয় মডেল প্রদর্শন ও

প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে একথা বলেন। ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এই মডেল প্রদর্শন ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এতে রাজ্যের ৮ জেলা থেকে ৪০টি মডেল প্রদর্শন করা হয়।

এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বলেন, রাজ্য সরকার সবুজ ত্রিপুরা গড়ার যে প্রয়াস নিয়েছে তার সঙ্গে সংগতি রেখেই ছাত্রছাত্রীরা এই মডেল প্রদর্শন করেছে। যা পরিবেশ সুরক্ষার স্বার্থে স্বল্প ব্যয়ে মডেলগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে। পরবর্তী সময় এগুলিকে শিল্প, কারখানা বা অন্যান্য বাণিজ্যিক ভাবেও ব্যবহার করা যাবে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তবে প্রকৃতিতে যে সম্পদ আছে তা যথাযথভাবে আমাদের রক্ষা করতে হবে। প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় আমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। বন্যা প্রতিরোধে আমাদের অধিক বন সৃজন করতে হবে। তিনি বলেন, পরিবেশকে স্বল্প ব্যয়ে যাতে ভাল রাখা যায় সে উদ্যোগ সকলকে গ্রহণ করতে হবে। কেননা পরিবেশকে আমরা যত বেশী ভালবাসব পরিবেশ ততবেশী সবুজ, সুন্দর, টেকসই ও স্বাস্থ্যবান থাকবে। তিনি ছাত্রছাত্রীদের উপস্থাপিত মডেলগুলির ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, সমাজকে সচেতন করতে ছাত্রছাত্রীদের নতুন নতুন উদ্ভাবনী সৃষ্টি উপহার দিতে হবে। তবেই সমাজ বদলে যাবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে ত্রিপুরা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের সচিব ড. কে শশীকুমার 'সবুজ ত্রিপুরার লক্ষ্যে সাশ্রয়ী ও টেকসই জীবন ধারা' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের অধিকর্তা মহেন্দ্র সিং এবং বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা। মডেল প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করেছে ড. বি আর আম্বেদকর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়, পিত্রা দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় এবং তুলাশিখর রাজনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়। অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী সহ অতিথিগণ ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীর হাতে যথাক্রমে ১০ হাজার টাকার চেক, ট্রফি, শংসাপত্র, ৭ হাজার টাকর চেক, ট্রফি, শংসাপত্র এবং ৫ হাজার টাকার চেক, ট্রফি ও শংসাপত্র তুলে দেন। এছাড়া অন্যান্য মডেলকে শংসাপত্র দেওয়া হয়। এছাড়া ১২টি থিমের উপর হ্যাকাথন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ১২ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রত্যেককে ৩ হাজার টাকার চেক, ট্রফি ও শংসাপত্র দেওয়া হয়। এছাড়াও স্পট ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় মোট ২০ জনকে ট্রফি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। সকলকে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সদস্যসচিব ড. বিশু কর্মকার। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় ১১০০টি ইকো ক্লাব রয়েছে।

ICA রাজ্যপালের শ্রীমন্তপুর স্থলবন্দর পরিদর্শন

আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ সকালে সোনামুড়া মহকুমার শ্রীমন্তপুর স্থলবন্দর পরিদর্শন করেন। সেখানে পৌঁছানোর পর তাকে বিএসএফ জওয়ানদের পক্ষ থেকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। এরপর রাজ্যপাল শ্রীমন্তপুরে গোমতী নদীতে নির্মিত জেটি পরিদর্শন করেন এবং গঙ্গাপূজায় অংশগ্রহণ করেন। পরিদর্শনকালে রাজ্যপাল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কর্মরত বিজিবির সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং মিষ্টি বিতরণ করেন। তাছাড়াও তিনি শ্রীমন্তপুর স্থলবন্দর কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় রাজ্যপাল স্থলবন্দরের সংস্কার ও সুরক্ষা বৃদ্ধির জন্য শ্রীমন্তপুর স্থলবন্দরের ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার দেবাশিস নন্দী এবং বিএসএফ-এর ডিআইজিকে নির্দেশ দেন। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু এরপর শ্রীমন্তপুর স্থলবন্দরের মিলনায়তনে একটি সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় রাজ্যপাল স্থলবন্দরের কার্যপ্রণালী, দু'দেশের নাগরিকদের যাতায়াত সহ অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে অবগত হন। সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে রাজ্যপাল গোমতী নদীকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা ও নদীর দু'পাশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিশ্ব নদী দিবস উপলক্ষে তিনি আজ গোমতী নদীর তীরে অনুষ্ঠিত গঙ্গাপূজায়

অংশগ্রহণ করেন বলে জানান। পরিদর্শনকালে রাজ্যপালের সাথে ছিলেন সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, বিএসএফ-এর ডিআইজি রাজীব অগ্নিহোত্রি প্রমুখ। রাজভবন থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য সিএম-সাথ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

ছাত্রছাত্রীদের গুণগত শিক্ষা প্রদানে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে কাজ করছে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: প্রধানমন্ত্রী দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর মার্গ দর্শনে রাজ্য সরকারও রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের গুণগত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে কাজ করছে। এই লক্ষ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আজ আগরতলার টাউন হলে রাজ্যের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার যাত্রাকে আরও সহজতর করার লক্ষ্যে সিএম-সাথ (CM SATH) প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে সফল হওয়া মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের তাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে সিএম-সাথ প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচি তৈরি করা এবং প্রকৃত অর্থে তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা, গুণগত শিক্ষা ও শিক্ষন প্রক্রিয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিশ্চিত করা, অবহেলিত, দরিদ্র, জনজাতি, মহিলা ও সংখ্যালঘুদের শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করা, যোগ্য ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ, ঋণ ইত্যাদির মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা এবং রাজ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে জাতীয় শিক্ষানীতি ও সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা বাস্তবায়ন করা।

উল্লেখ্য, এই প্রকল্পে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের মেধাক্রম অনুযায়ী ১০০ জন শিক্ষার্থীকে ২ বছরের জন্য ৫ হাজার টাকা করে এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ফলাফলের মেধাক্রম অনুসারে ১০০ জন শিক্ষার্থীকে ৩ বছরের জন্য মাসিক ৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। এই প্রকল্পে ব্লকস্তরে ১৫২ জন, নগর পঞ্চায়েত স্তরে ১২ জন, পুর পরিষদ স্তরে ২৬ জন এবং আগরতলা পুর নিগম স্তরে ১০ জন করে মোট ২০০ জন সুবিধাভোগীকে নির্বাচন করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। প্রতিটি জেলার জেলা শিক্ষা আধিকারিকের মাধ্যমে এই ২০০ জন সুবিধাভোগীকে নির্বাচন করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এটি একটি বৃত্তিমূলক প্রকল্প, যা পড়াশোনার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবে।

আর্থিক অভাবে কোন শিক্ষার্থীর পড়াশোনায় যাতে ব্যাঘাত না ঘটে সে লক্ষ্যেই এই প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য প্রথম বছরে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় বছরে ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা এবং তৃতীয় বছর থেকে ৩ কোটি টাকা করে ব্যয় করা হবে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্য সরকার ছাত্রছাত্রীদের গুণগত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে এবং তা কার্যকরও করছে। দশম শ্রেণী পাশ ৩০ জন সেরা ছাত্রছাত্রীকে নীট, জেইই ইত্যাদির পরীক্ষার জন্য উন্নতমানের কোচিং নিতে আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে 'সুপার-৩০' নামে একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। এই প্রকল্পের জন্য প্রতিবছর ৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশ্নপত্র তৈরি করা হচ্ছে। নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'ত্রিপুরা সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ এগজামিনেশন' এবং 'ম্যাথ ট্যালেন্ট সার্চ এগজামিনেশন' চালু করা হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মৌলিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'নিপুন ত্রিপুরা' প্রকল্প চালু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে রাজ্যে ২০২২ সালে 'বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প' চালু করা হয়। রাজ্যে এখন পর্যন্ত ১২৫টি বিদ্যালয়কে

বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। নবম শ্রেণী উত্তীর্ণ প্রায় ১ লক্ষ ছাত্রীদের মধ্যে বাইসাইকেল প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের সাফল্যের তথ্য মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে মধ্যশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা বলেন, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের যাতে আর্থিক অভাবে পড়াশোনায় বাধাপ্রাপ্ত না হয় সেই লক্ষ্য নিয়ে শিক্ষা দপ্তর সিএম-সাথ প্রকল্প চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যা আজ থেকে চালু করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সফল ২০০ জন শিক্ষার্থীকে তাদের উচ্চশিক্ষার জন্য এই প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন এসসিইআরটি'র অধিকর্তা এল, ডার্লং। অনুষ্ঠানে মঞ্চে ৮টি জেলা থেকে ২ জন করে শিক্ষার্থীকে এই প্রকল্পের অর্থরাশির প্রতীকি চেক তুলে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা তাদের হাতে এই চেক তুলে দেন।

ICA আগরতলা-হায়দ্রাবাদ বিমান পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা

আগরতলা-হায়দ্রাবাদ সরাসরি বিমান পরিষেবায় ত্রিপুরার জনগণ উপকৃত হবেন: রাজ্যপাল

আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: আগরতলা ও হায়দ্রাবাদের মধ্যে আজ থেকে শুরু হল সরাসরি বিমান পরিষেবা। আজ সকালে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে এক অনুষ্ঠানে আগরতলা-হায়দ্রাবাদ ইন্ডিগো বিমান পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ত্রিপুরাবাসীদের পক্ষ থেকে ইন্ডিগো এয়ারলাইনসকে ধন্যবাদ জানান এবং ত্রিপুরাবাসীদের আগরতলা থেকে হায়দ্রাবাদে যাতায়াতের জন্য সরাসরি এই বিমান পরিষেবার সুযোগ গ্রহণ করার অনুরোধ জানান। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নালু ফ্লাইট আগরতলা-হায়দ্রাবাদ ইন্ডিগো বিমান জি-ই-৬৭৪৭ এর যাত্রী লিয়ানজাম রাংলং-এর হাতে বোর্ডিং কার্ড তুলে দেন। উল্লেখ্য, রাজ্যপাল নিজেও আজ এই ফ্লাইটে হায়দ্রাবাদ যাচ্ছেন।

অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সাথে কথোপকথনে জানান, উত্তর পূর্বাঞ্চলে আগরতলার বিমানবন্দরটি হচ্ছে দ্বিতীয় ব্যস্ততম বিমান বন্দর। আগরতলা ও হায়দ্রাবাদের মধ্যে সরাসরি বিমান পরিষেবা চালু হওয়ায় ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের মানুষ বিশেষ ভাবে উপকৃত হবেন। কেননা তারা চিকিৎসার প্রয়োজনে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় যান। তাছাড়া উড়ান প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার বহু আঞ্চলিক বিমানবন্দরেও বিমান পরিষেবা চালু করেছে এবং সাধারণ মানুষ এই পরিষেবা ব্যবহার করে তাদের সময় ও টাকা সাশ্রয় করতে পারছেন। এমবিবি বিমানবন্দর থেকে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবাও শীঘ্রই চালু হবে বলে রাজ্যপাল আশা প্রকাশ করেন। এই উপলক্ষে বিমানবন্দরে আজ উপস্থিত ছিলেন আগরতলা বিমানবন্দরের অধিকর্তা কে সি মীনা এবং ইন্ডিগো এয়ারলাইনস-এর আধিকারিকগণ।

ICA সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব

জিবিপি হাসপাতালে প্রত্যেকদিন ৮০ থেকে ১০০ জন রোগী ডায়ালিসিসের সুবিধা পাচ্ছেন

২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: জিবিপি হাসপাতালে প্রত্যেকদিন ৮০ থেকে ১০০ জন রোগী ডায়ালিসিসের সুবিধা পাচ্ছেন। কিডনি রোগীদের যে পদ্ধতিতে জিবিপি হাসপাতালে ডায়ালিসিস পরিষেবা দেওয়া হয়ে থাকে তা এইমসের পদ্ধতি মেনে করা হয়। এখানকার ডায়ালিসিস পরিষেবা সরেজমিনে খতিয়ে দেখার জন্য এইমসের একটি বিশেষজ্ঞ দলকে এখানে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হবে। আজ বিকেলে আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে এই সংবাদ জানিয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, পরিষেবা আরও ভালো করার জন্য চলতি বছরের ১ আগস্ট থেকে জিবি হাসপাতালে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে কিডনি রোগীদের ডায়ালিসিস দেওয়া হচ্ছে। এই পদ্ধতি চালু হওয়ার পর প্রথমে দিন দশেক কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে

হয়েছিল। এরপর সেই সমস্যা দূর হয়েছে। এমনিতে একটি মেশিন দিয়ে ৫ থেকে ৬ জনকে ডায়ালিসিস করানো যায়। আগে একটি মেশিনের মাধ্যমে একজনকেই ডায়ালিসিস করানো হতো। এখনও একটা মেশিনে একজন রোগীকেই ডায়ালিসিস দেওয়ার জন্য আউটসোর্সিং কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে।

তিনি জানান, এই দু'মাসে ৫ হাজারের বেশি রোগী জিবি হাসপাতালে ডায়ালিসিসের সুবিধা নিয়েছেন। প্রথম কয়েকদিনের কথা বাদ দিলে প্রায় সব রোগীই ডায়ালিসিস পরিষেবায় সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছেন। সচিব বলেন, এমনিতে বেসরকারি ক্ষেত্রে ডায়ালিসিস করানো হলে খরচ অনেক বেশি পড়ে। কিন্তু জিবি হাসপাতালে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, এখন জিবি হাসপাতালে ডায়ালিসিস নেওয়ার সময় রোগী ও তাদের পরিজনদের কাছ থেকে পরিষেবা সম্পর্কিত ফিডব্যাক চাওয়া হচ্ছে। এই পরিষেবায় তারা সন্তুষ্ট কিনা এজন্য রোগীদের কাছে একটি ফরম্যাটে দশটি প্রশ্ন জানতে চাওয়া হচ্ছে। পরিষেবা গ্রহণ করার পর এই ফরম্যাটে তারা তাদের অভিমত জানাচ্ছেন। সচিব বলেন, আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে ডায়ালিসিসের সুবিধা দেওয়া হলেও এই পরিষেবা দেওয়ার সময় একজন সরকারি চিকিৎসক সংশ্লিষ্ট স্থানে থাকছেন। তিনি জানান, কিডনি রোগীরা যাতে কোনও সমস্যার সম্মুখীন না হন তা সুনিশ্চিত করতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা নির্দেশ দিয়েছেন। সমস্ত মান বজায় রেখেই ডায়ালিসিস পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে কোনও আপোষ করা হবে না। আউটসোর্সিং কর্তৃপক্ষকেও বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আরও একাগ্রতা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে এই পরিষেবা দেওয়ার জন্য তাদের বলা হয়েছে। তিনি বলেন, রোগীদের ভালো পরিষেবা দেওয়া না হলে জিবি হাসপাতালে ডায়ালিসিস করার বিষয়টি ফের হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিজের হাতে নিয়ে নেবে। সাংবাদিক সম্মেলনে এজিএমসির অধ্যক্ষ ডা. অনুপ সাহা, জিবি হাসপাতালের সুপার ডা. শঙ্কর চক্রবর্তী, ডেপুটি সুপার ডা. কনক চৌধুরী, জিবি হাসপাতালের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. তপন মজুমদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ICA স্টেট ইনকাম অ্যান্ড রিলেটেড এগ্রিগেটস শীর্ষক কর্মশালা

রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে আরও সমৃদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করে সরকার কাজ করছে: পরিসংখ্যানমন্ত্রী

আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: ত্রিপুরা রাজ্য প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ত্বরান্বিত হলে এই রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। এই লক্ষ্যে আরও সমৃদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করে সরকার কাজ করছে। আজ প্রজ্ঞাভবনের ১নং হলে ৫দিনব্যাপী আঞ্চলিক স্টেট ইনকাম অ্যান্ড রিলেটেড এগ্রিগেটস শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধন করে পরিসংখ্যানমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে পরিসংখ্যানমন্ত্রী ত্রিপুরা ডাটা এনক্রিপশন স্ট্যান্ডার্ডের ওয়েবপোর্টাল অ্যানালাইটিকেল ড্যাশবোর্ড'র (www.estats.tripura.gov.in) উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে পরিসংখ্যানমন্ত্রী বলেন, এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ত্রিপুরার পরিসংখ্যানগত সমস্ত সংগ্রহ করা তথ্য ও সিদ্ধান্ত অতি সহজেই জানা যাবে। পরিসংখ্যানমন্ত্রী পাঁচদিনের এই আঞ্চলিক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের শুভেচ্ছা জানান ও কর্মশালার সাফল্য কামনা করেন। উল্লেখ্য, মিনিস্ট্রি অব স্ট্যাটিসটিক্স অ্যান্ড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন এবং রাজ্য সরকারের পরিসংখ্যান দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে পরিসংখ্যান দপ্তরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্রা ড্যাশবোর্ড অ্যান্ড ইনিশিয়েটিভস অব ডিইএস-ত্রিপুরা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান মন্ত্রণালয়ের ডিজি এন কে সন্তোষী, অধিকর্তা পূজা রাণী, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পরিসংখ্যান দপ্তরের অধিকর্তা গৌরাঙ্গ মিশ্র প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পরিসংখ্যান দপ্তরের অধিকর্তা দেবানন্দ রিয়াং। ৫দিনের এই কর্মশালায় ত্রিপুরা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, সিকিম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, অরুণাচলপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, দিল্লি, ওড়িশা এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পরিসংখ্যান দপ্তরের আধিকারিকগণ অংশ নিয়েছেন।

ICA দু'দিনব্যাপী ত্রিপুরা রাবার কনক্লেভ-২০২৪'র উদ্বোধন

রাজ্যে শিল্প বিকাশের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: রাজ্যে শিল্প বিকাশের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। বর্তমানে বিনোয়োগকারীদের জন্য ত্রিপুরা এখন উল্লেখযোগ্য স্থান। আজ আগরতলা শহরের এক বেসরকারি হোটেলে দু'দিনব্যাপী ত্রিপুরা রাবার কনক্লেভ-২০২৪-এর উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। এই কনক্লেভে রাবারকে ভিত্তি করে সাফল্য পেয়েছেন এমন শিল্পপতিগণ নিজেদের অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ট্রান্সফর্মিং ত্রিপুরা দ্য

ল্যান্ড অব অপরচুনিটিস (Transforming Tripura The land of Opportunities) শীর্ষক একটি পুস্তিকার আবরণ উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরায় রাবার শিল্পের বিকাশ সম্পর্কিত একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

কনক্লেভে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাবার উৎপাদনে দেশের মধ্যে ত্রিপুরা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ভারতের রাবার উৎপাদনের ৯ শতাংশ ত্রিপুরায় উৎপাদিত হয়। রাজ্যের রাবারের গুণগতমান বিশ্বে সমাদৃত। শুধুমাত্র রাবার নয় ত্রিপুরা রাজ্যে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদও রয়েছে। যার উপর ভিত্তি করে অনেক শিল্প গড়ার সুযোগ রয়েছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বোধজংনগরের পর শান্তিরবাজারে দ্বিতীয় রাবার পার্ক স্থাপন করা হবে বলে আজ ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, বর্তমানে রাবার কাঠ থেকে উন্নতমানের ফার্নিচারও তৈরি করা হচ্ছে। যা রাজ্যের মানুষ ব্যবহার করছে। পাশাপাশি বাইরের বাজারে রপ্তানিও করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাবার, বাঁশ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি পরিষেবা ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে দপ্তর বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে চলছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার ত্রিপুরাতে শিল্পবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে, শিল্পাঞ্চল এলাকা, ফুড পার্ক, ব্যাম্বু পার্ক ইত্যাদি গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব প্রদান করছে।

অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা বলেন, রাজ্যের রাবার দেশের মধ্যে খুবই উৎকৃষ্টমানের। বর্তমান সরকার রাবার শিল্প সম্প্রসারণে খুবই আন্তরিক। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিজা হাসপাতালের চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ড. পলিন খুনদংবাম। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মুখ্য সচিব জে কে সিনহা, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা শিল্পোন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান নবাদল বণিক, মুখ্য বনসংরক্ষক আর কে সামাল প্রমুখ।

ICA প্রধানমন্ত্রী জনজাতীয় উন্নত গ্রাম অভিযান

উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৩৭টি ভিলেজে বিভিন্ন কর্মসূচি

ধর্মনগর, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: উত্তর ত্রিপুরা জেলার ৬টি ব্লকের ৩৭টি ভিলেজকে প্রধানমন্ত্রী জনজাতীয় উন্নত গ্রাম অভিযানের আওতায় আনা হয়েছে। এই অভিযানে নির্বাচিত ভিলেজগুলির উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হবে। গতকাল উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা দেবপ্রিয় বর্ধন এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান। জেলাশাসক কার্যালয়ে ভিডিও কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী জনজাতীয় উন্নত গ্রাম অভিযান প্রকল্পটি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভায় অনুমোদিত হয়েছে। যে সমস্ত গ্রামের জনসংখ্যা ন্যূনতম ৫০০ বা তার অধিক এবং এর মধ্যে যদি ৫০ শতাংশ বা তার অধিক জনসংখ্যা জনজাতির সম্প্রদায়ের হয় তাহলে সেই গ্রামকে এই অভিযানের আওতায় আনা হবে। এই সমস্ত গ্রামগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং জীবন জীবিকার মান উন্নয়নে ১৭টি দপ্তরের মাধ্যমে ২৫টি বিভিন্ন পরিষেবা ও প্রকল্প রূপায়ণ করা হবে। পরিষেবা ও প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে আবাসন, সড়ক নির্মাণ, পানীয়জল, সৌর বিদ্যুৎ, দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, ইন্টারনেট সুবিধা, এলপিজি গ্যাস সংযোগ এবং কৃষি, উদ্যান, মৎস্য, প্রাণীসম্পদ ও বন ভিত্তিক কর্মসূচি রূপায়ণ। সাংবাদিক সম্মেলনে অতিরিক্ত জেলাশাসক বিপ্লব দাস ও অতিরিক্ত জেলাশাসক এল দার্লং উপস্থিত ছিলেন।

ICA জল জীবন মিশন

রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় ৬,২৪,৭৩৪টি বাড়িতে পানীয়জলের সংযোগ

আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: জল জীবন মিশনে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় এখন পর্যন্ত ৬,২৪,৭৩৪টি বাড়িতে পাইপ লাইনে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এই মিশনে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় গত ১-১৭ সেপ্টেম্বর ১,২৮৪টি বাড়িতে পাইপ লাইনে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৮৩টি, ঊনকোটি জেলায় ৩২টি, ধলাই জেলা ৩০৫টি, খোয়াই জেলায় ১৯২টি, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১৬৯টি, সিপাহীজলা জেলায় ৩২৬টি, গোমতী জেলায় ৪৪টি এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ১৩৩টি বাড়িতে পাইপ লাইনে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। জল জীবন মিশন ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের নোডাল অফিসার এই সংবাদ জানান।

ICA উত্তর পূর্ব এনএসএস উৎসব-২০২৪

উন্নত চেতনা নিয়ে জীবনকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এনএসএস'র বিশেষ ভূমিকা রয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: জাতীয় সেবা প্রকল্প (এনএসএস) ও এনসিসি স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পাঠক্রমের এক অপরিহার্য অংশ। সমাজসেবা, দেশপ্রেম, ভ্রাতৃত্ববোধ, সংহতি এবং সর্বোপরি উন্নত চেতনা নিয়ে জীবনকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এনএসএস এবং এনসিসি'র বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আজ আগরতলা টাউনহলে উত্তর পূর্ব এনএসএস

উৎসব-২০২৪'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। উল্লেখ্য, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের ত্রিপুরা স্টেট এনএসএস সেল এবং কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের গৌহাটিস্থিত এনএসএস রিজিওন্যাল ডাইরেক্টরের যৌথ উদ্যোগে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই উৎসব আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রকৃত মানুষ হওয়া এবং নিজের অন্তর্নিহিত মেধাকে শক্তিশালী করা ছাত্র-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সুন্দর সমাজ গড়তে যুব সমাজের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এজন্য ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা আবশ্যক। ড্রাগ মুক্ত, প্লাস্টিক মুক্ত, দুষণ মুক্ত সমাজ গড়ার ক্ষেত্রেও এনএসএস স্বেচ্ছাসেবকদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের মানব সম্পদের প্রায় ৬৫ শতাংশই যুব সমাজ। দেশের মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে যুবসমাজ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যুব সমাজকে নিয়ে উন্নত দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেন। এজন্য প্রধানমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন বিষয়ে সরাসরি স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক সহ সামগ্রিক উন্নয়নে এক নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। তিনি এই অঞ্চলের রাজ্যগুলিকে অষ্টলক্ষ্মী নামে অভিহিত করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত 'হীরা' কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা সহ গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতি হয়েছে। এর ফলে দেশের উন্নয়নের মূলস্রোতের সাথে এই অঞ্চল সরাসরি যুক্ত হয়েছে। যা বিগত কয়েক দশক ধরে উপেক্ষিত ছিল।

প্রধানমন্ত্রী প্রায়শই বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন ছাড়া দেশের বিকাশ সম্ভব নয়। তিনি মনে করেন শান্তি না থাকলে উন্নয়নের কাজ কোনভাবেই সম্ভব নয়। এই জন্য তিনি রাষ্ট্রহিতে বিভিন্ন পদক্ষেপও গ্রহণ করেছেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে শান্তি বজায় রাখতে ১২টি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ত্রিপুরায়ও তিনটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তিনি বলেন, এধরণের উৎসবের মধ্য দিয়ে নিজেদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ববোধের ভাবনার পাশাপাশি উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে।

অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্ন নয়া ও বৈভবশালী ভারত নির্মাণের দিশায় দেশ এগিয়ে চলেছে। এক্ষেত্রে দেশের যুব সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলিতে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। এই সম্পদকে ভিত্তি করে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি আগামীদিনে আত্মনির্ভরতার দিকে এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, গোয়াহাটিস্থিত এনএসএস রিজিওন্যাল ডিরেক্টরেটের রিজিওন্যাল ডিরেক্টর জাংজিলং। স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুব বিষয় ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এস বি নাথ। উপস্থিত ছিলেন সৈনিক ওয়েলফেয়ার ডিরেক্টরেটের সহঅধিকর্তা ডা. (মেজর) কাকলি ধর। অনুষ্ঠানে সৈনিক ও তাদের পরিবারের কল্যাণে এনএসএস স্বেচ্ছসেবক দ্বারা সংগৃহিত ২ লক্ষ ১১ হাজার ৮৮৭ টাকার ড্রাফট মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সৈনিক ওয়েলফেয়ার ডিরেক্টরেটের সহঅধিকর্তা ড. (মেজর) কাকলি ধরের হাতে তুলে দেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ২০২৩-২৪ সালের এন এস এস কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য পারদর্শীতার জন্য রাজ্যের সেরা এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার এবং এনএসএস স্বেচ্ছাসেবীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে একটি স্মরনিকারও আবরণ উন্মোচন করা হয়।

এনএলএফটি ও এটিটিএফ'র ৫৮৪ জন সদস্য স্বাভাবিক জীবনে
প্রধানমন্ত্রী উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: উন্নয়নের প্রধান শর্তই হলো শান্তি। শান্তি না থাকলে সম্প্রীতি সুদৃঢ় হয় না। আজ রাজ্যের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিনে আমরা সবাই স্বাক্ষী হতে পেরে আনন্দিত। আজ জম্পুইজলাস্থিত ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের ৭ম ব্যাটেলিয়ানের সদর দপ্তরে আয়োজিত এনএলএফটি ও এটিটিএফ'র আত্মগোপনকারী সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, আজকের পর থেকে বলা যায় ত্রিপুরা সন্ত্রাসবাদ মুক্ত রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর বলেছিলেন- দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল যদি উন্নত না হয় তবে ভারতের সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই প্রধানমন্ত্রী উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, গত ৪ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ'র উপস্থিতিতে ভারত সরকার, রাজ্য সরকার এবং এনএলএফটি এবং এটিটিএফ-এর মধ্যে এক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরই অঙ্গ হিসাবে আজ এই দুটি সংগঠনের সদস্যরা অস্ত্র সমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে কেন্দ্র করে ১২টি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এরমধ্যে রাজ্যের স্বার্থসংশ্লিষ্ট তিনটি চুক্তি রয়েছে। এই সব শান্তি চুক্তির মাধ্যমে উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রায় ১০ হাজার সশস্ত্র জঙ্গি অস্ত্র ত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন। রাজ্যের উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে সশস্ত্র সংগঠনের যে সমস্ত সদস্যরা অস্ত্র পরিহার করে স্বাভাবিক জীবনের মূলস্রোতে ফিরে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী তাদের স্বাগত জানান। অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে এনএলএফটি এবং এটিটিএফ এই দুই সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বগণ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র সমর্পণ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন। অনুষ্ঠানমঞ্চে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী প্রমুখ। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন, রাজ্য পুলিশের ডিজি (আইনশৃঙ্খলা এবং ইন্টিলিজেন্স) অনুরাগ ধ্যানকর।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে এ-কে সিরিজের রাইফেল তুলে দেন এনএলএফটি (বিএম)- এর প্রেসিডেন্ট বিশ্বমোহন দেববর্মা, এনএলএফটি (পিডি)-এর প্রেসিডেন্ট পরিমল দেববর্মা, এনএলএফটি (ওআরআই) এর প্রেসিডেন্ট প্রসেনজিৎ দেববর্মা এবং এটিটিএফ এর প্রেসিডেন্ট অলিন্দ্র দেববর্মা। এনএলএফটি ও এটিটিএফ সংগঠনের মোট ৫৮৪ জন সদস্য আজ অস্ত্র সমর্পণ করেন। এরমধ্যে এনএলএফটি (বিএম) ২৬১ জন, এনএলএফটি (পিডি) ১০০ জন, এনএলএফটি (ওআরআই) ১০০ জন, এটিটিএফ ১২৩ জন। এই অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে দুটি সংগঠনের পক্ষ থেকে ৯টি এ-কে সিরিজের রাইফেল, রিভলবার ১টি, রাইফেল ১টি, দেশী বন্দুক ৮৯টি, কারখানায় তৈরি বন্দুক ৮টি, ল্যান্ড মাইন ৭টি, পিস্তল ১৩টি সহ বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।

ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীনবরণ অনুষ্ঠান
রাজ্যে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

মোহনপুর, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: উচ্চশিক্ষার জন্য ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের আগে বর্হিরাজ্যে যেতে হতো। বর্তমানে রাজ্যে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। তাই ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন বিষয়ে রাজ্যেই পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে। রাজ্য

সরকারও রাজ্যে শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং গুণগত শিক্ষার প্রসারে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। আজ সন্ধ্যায় কামালঘাটস্থিত ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীনবরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

নবীনবরণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এবছর বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন কলেজগুলি আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। এরপর ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করা হয়। এর পর এখানে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। তাছাড়া ফরেন্সিক বিশ্ববিদ্যালয়, আইন বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ও গড়ে উঠছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের উন্নয়ন হতে পারেনা। তাই উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক থাকতে হবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী গুণগত শিক্ষার প্রসারে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করেন।

নবীনবরণ অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. বিপ্লব হালদার। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. এ রঙ্গনাথ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ICA বিশ্ব ফার্মাসিস্ট দিবসে রিপস্যাটে ছাত্রী আবাসের উদ্বোধন

ফার্মাসিস্টগণ চিকিৎসক ও রোগীদের মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করেন: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: রাজ্যের জনগণকে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী সহ ফার্মাসিস্টগণ স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে দায়বদ্ধভাবে কাজ করে চলছেন। আজ আগরতলার অভয়নগরস্থিত রিপস্যাট কলেজ প্রাঙ্গণে বিশ্ব ফার্মাসিস্ট দিবসের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী এদিন রিপস্যাট কলেজের ৪০ শয্যাবিশিষ্ট ছাত্রী আবাসেরও উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি ফার্মাসিস্টদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ফার্মাসিস্টগণ চিকিৎসক ও রোগীদের মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রিপস্যাট রাজ্যের একটি গর্বের প্রতিষ্ঠান। এখানে রাজ্যের ছেলেমেয়েদের পাশাপাশি উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের ছেলেমেয়েরাও পড়াশোনা করছে। ফলে এই প্রতিষ্ঠানে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যও লক্ষ্য করা যায়। রিপস্যাটের উন্নয়নে রাজ্য সরকারও সচেষ্ট রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের পড়াশোনার গতি আরও বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ফ্যাকাল্টি নিয়োগের জন্যও স্বাস্থ্য দপ্তরকে বলা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগে ফার্মাসিস্টের বিভিন্ন কোর্সের পড়াশোনা করার জন্য রাজ্যের ছেলেমেয়েরা বহিরাজ্যে ছুটে যেত। বর্তমানে রাজ্যের ছেলেমেয়েরা রিপস্যাটেই বি- ফার্ম, ডি-ফার্ম, এম-ফার্ম কোর্সে পড়াশোনা করার সুযোগ পাচ্ছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর বলেছিলেন উত্তর পূর্বাঞ্চলকে যদি উন্নত না করা যায়, তবে দেশের উন্নয়নও সম্ভব নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই প্রধানমন্ত্রী অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির মাধ্যমে উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উন্নয়নের প্রধান শর্তই হলো শান্তি। আর শান্তি-শৃঙ্খলা না থাকলে কোন দেশ বা রাজ্যের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হতে পারে না। বিগতদিনে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি সব সময়ই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে জর্জরিত ছিল। প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ফলেই বর্তমানে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে শান্তির পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী উত্তর পূর্বাঞ্চলকে অষ্টলক্ষ্মী আখ্যা দিয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য অনেক জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করে তার বাস্তবায়ন করেছেন।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ফার্মাসিস্টদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আগামীদিনে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নিত্য নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ফার্মাসিস্টদের প্রস্তুত থাকতে হবে। অনুষ্ঠানে রিপস্যাটের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর (ডা.) ঋষিরাজ ছেত্রী বলেন, প্রতিবছর ২৫ সেপ্টেম্বর বিশ্ব ফার্মাসিস্ট দিবস পালন করা হয়। এবছর বিশ্ব ফার্মাসিস্ট দিবসের মূল ভাবনা হচ্ছে-'ফার্মাসিস্ট : মিটিং গ্লোবাল হেলথ্ নিডস্'।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেডিক্যাল এডুকেশনের অধিকর্তা ডা. হরপ্রসাদ শর্মা, ত্রিপুরা হেলথ সার্ভিসের অধিকর্তা ডা. সঞ্জীব দেববর্মা এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব রাজীব দত্ত। অনুষ্ঠানে রিপস্যাটের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে ২৫,০০১ টাকা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানমঞ্চে রিপস্যাটের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর হাতে উক্ত টাকার চেক তুলে দেন।

ICA রাজ্যভিত্তিক পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান

বিদেশী দর্শনকে অবলম্বন করে আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলে মনে করতেন পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ছিলেন একজন প্রখর রাষ্ট্রবাদী পুরুষ ও একাত্ম মানবতাবাদের প্রণেতা। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে উন্নয়ন ও জনকল্যাণে কি কি পন্থা অবলম্বন করতে হবে তা পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবন দর্শন, সাহিত্য রচনার মধ্যে বারবার ফুটে উঠছে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের রাজ্যভিত্তিক জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মরণোত্তর পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জাতীয় সংহতি পুরস্কার ব্রজেশ চক্রবর্তীকে দেওয়া হয়। সামাজিক কাজ এবং জনসংযোগ রক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য তাঁর পরিবারের সদস্যা গায়িত্রী চক্রবর্তীর হাতে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ এই পুরস্কার তুলে দেন। পুরস্কার হিসেবে নগদ ১ লক্ষ টাকার চেক, স্মারক, শাল তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে মহাবিদ্যালয়স্তরের পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের উপর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হয়েছে যথাক্রমে শচীন দেববর্মণ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী স্নেহা সাহা, মহিলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী দেবাত্রি নন্দী এবং রামঠাকুর কলেজের ছাত্র মুজিবর রহমান। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এছাড়াও পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবনী নিয়ে একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

অনুষ্ঠানে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ভারতীয় সভ্যতার ঐতিহ্য আমাদের গণতন্ত্র। বিদেশী দর্শনকে অবলম্বন করে আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলে মনে করতেন পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি-পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মতো মনীষীদের দর্শন ও ভাবনাকে ভিত্তি করে এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু বিগত দিনের কেন্দ্র ও

রাজ্য সরকার কখনোই এইসব মহাপুরুষদের জীবন দর্শন ও কর্মপন্থা দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করার উদ্যোগ নেয়নি। কিন্তু নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর তাঁদের দেখানো পথেই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। যার ফলে দেশের প্রতিটি প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া মানুষের কল্যাণে একের পর এক জনকল্যাণমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানের বিশেষ বক্তা নয়াদিল্লিস্থিত ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রিসার্চ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অনির্বাণ গাঙ্গুলি বলেন, পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ছিলেন রাজনৈতিক দার্শনিক, সুসংগঠক, লেখক, সম্পাদক এবং সর্বোপরি একজন দেশভক্ত। ভারতবর্ষের কল্যাণে তাঁর পরিকল্পনা ছিল দূরদর্শিতায় পরিপূর্ণ। তিনি সবসময় জাতীয় সত্ত্বার কথা বলতেন। তিনি বলতেন, জাতীয় সত্ত্বা ছাড়া স্বাধীনতা কোনও কাজে আসবে না। অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে শ্রীগাঙ্গুলি এবং তাঁর স্ত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। স্বাগত বক্তব্যে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী বলেন, রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ২২টি মহকুমাতেও পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য প্রমুখ। পরে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ওপেন ক্যুইজ প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়।

রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমে নতুন জীবনলাভ এগারো মাসের সমর্পিতার

আগরতলা,২৫ সেপ্টেম্বর,২০২৪ : রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের (আরবিএসকে) অধীনে হৃদযন্ত্রের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সফল অস্ত্রোপচারে এক শিশুকন্যার নতুন জীবনলাভ হয়েছে। উত্তর জেলার পানিসাগরের বাসিন্দা সত্যেন্দ্র দেবনাথ ও সুমিতা দেবনাথের কন্যা সমর্পিতার ২০২৩ সালের ১৬ অক্টোবর জন্ম হয়। জন্মের পরেই দেখা যায় তার শ্বাসকষ্ট রয়েছে ও ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করতে পারছে না। হাত ও পায়ের নখে নীলচে ভাব রয়েছে। গত ২৭ ডিসেম্বর ২০২৩ পানিসাগরের আরবিএসকের চিকিৎসক ডাঃ অভিনব ধর, ডাঃ দেবমিতা বিশ্বাস সহ রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মেডিকেল টিম, এক স্ক্রিনিং কর্মসূচিতে শিশুটির হৃদযন্ত্রে জন্মগত ত্রুটি শনাক্ত করে চিকিৎসার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে। গত ৪ জুলাই ২০২৪ আগরতলার আইজিএম হাসপাতালে চেন্নাইয়ে অ্যাপেলো চিলড্রেন হাসপাতালে উদ্যোগে একটি স্ক্রিনিং কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। শিশুটির ইকোকার্ডিওগ্রাফি করেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ গোপা চ্যাটার্জী। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শিশুটির ইকো পরীক্ষা করানো হয়। আর তাতেই শিশুটির জন্মগত হৃদরোগ নিশ্চিত হয়। পানিসাগরের আরবিএসকের চিকিৎসক ডাঃ অভিনব ধর, ডাঃ দেবমিতা বিশ্বাস সহ রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম(আরবিএসকে)-এর তরফে তাকে চেন্নাইয়ে অ্যাপেলো চিলড্রেন হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করে। গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ শিশুটিকে চেন্নাই-এ অ্যাপলো চিলড্রেনস হসপিটালে হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচার করার জন্য ভর্তি করা হয় এবং ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ অ্যাপলো চিলড্রেনস হসপিটালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্বাবধানে শিশুটির সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সফলভাবে হৃদযন্ত্রের অস্ত্রোপচার করা হয়। তারপর ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ অ্যাপলো চিলড্রেনস হসপিটালে শিশুটির আবার ইকো কার্ডিওগ্রাফি ও ইসিজি করা হয় এবং দেখা যায় শিশুটি শারীরিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল। তাকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। পেশায় গাড়িচালক সত্যেন্দ্র নাথের পক্ষে এই ব্যয়সাধ্য অস্ত্রোপচারের খরচ বহন করা সম্ভব ছিল না। রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের অধীন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচারের সুযোগ লাভ করায় শিশুটির পিতামাতা রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন। সত্যেন্দ্র নাথ জানিয়েছেন ৪ জুলাই আইজিএম হাসপাতালে যে শিবির হয়েছিল তাতে তিনি গিয়েছিলেন এবং সেখানে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও ছিলেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আন্তরিক আগ্রহে তার এই শিশুকন্যা সুস্থ হতে পেরেছেন বলে তার বিশ্বাস। তিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেছেন ডাঃ অভিনব ধরের কথা যিনি সর্বক্ষণ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন, অপারেশনের ব্যবস্থা করেছেন, এমনকি ১৭ সেপ্টেম্বর সকালবেলাও তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। সমর্পিতার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন। সত্যেন্দ্র নাথ বারবার উল্লেখ করেছেন এই চিকিৎসকের কথা। পাশাপাশি চেন্নাইয়ে অ্যাপেলো চিলড্রেন্স হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের আন্তরিক ও পরিষেবার কারণে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমে সফল অস্ত্রোপচারে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে এগারো বছরের কিংডম রিয়াং

আগরতলা,২৫ সেপ্টেম্বর,২০২৪ : রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে এগারো বছরের কিংডম রিয়াং। রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল করবুক মাতারায় পাড়া এলাকার বাসিন্দা পরমেশ্বর রিয়াং-এর পুত্র এগারো বছরের কিংডম রিয়াং জন্মের পর থেকেই দুর্বল ছিল। তার বাবা-মা লক্ষ্য করেন যে একটু হাঁটলেই বা দৌঁড়ালেই সে হাঁপিয়ে যায়। তার ঠোঁট ও আঙ্গুলের নখ কালচে নীল ছিল। শিলাছড়ি রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম (আরবিএসকে) চিকিৎসক ডাঃ গয়াসুর ভক্ত জমাতিয়া ও ডাঃ লাকি সন্দীপা রিয়াং এক স্ক্রিনিং কর্মসূচিতে পরমেশ্ব রিয়াং এর এগারো বছরের পুত্র কিংডম রিয়াং-এর হৃদযন্ত্রের সমস্যার ব্যাপারে আঁচ করেন। তখন শিলাছড়ি রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের টিম কিংডম রিয়াংকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলায় আইজিএম হাসপাতালে রেফার করেন। রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের অধীন আইজিএম হাসপাতালের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ গোপা চ্যাটার্জী শিশুটির ইকোকার্ডিওগ্রাফি করেন, আর এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই তিনি জানান যে শিশুটির হৃদযন্ত্রে সমস্যা রয়েছে। এরপর রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের (আরবিএসকে) টিম চেন্নাইয়ে অ্যাপেলো চিলড্রেন হাসপাতালে কিংডম রিয়াং-কে পাঠানো হয়। গত ২৩ জুলাই ২০২৪ কিংডম রিয়াং-কে চেন্নাই-এ অ্যাপলো চিলড্রেনস হসপিটালে হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচার করার জন্য ভর্তি করা হয়। এরপর গত ২৪ জুলাই ২০২৪ অ্যাপলো চিলড্রেনস হসপিটালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্বাবধানে শিশুটির সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হৃদযন্ত্রে সফলভাবে অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচারের পর কিংডম রিয়াং-এর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল ও সুস্থ থাকায় পরদিনই ২৫ জুলাই ২০২৪ হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয় এবং গত ৩০ জুলাই ২০২৪ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে রাজ্যে ফিরে আসে। আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকায় এই ব্যয়সাধ্য অস্ত্রোপচারের খরচ বহন করা পরমেশ্বর রিয়াং এর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হৃদযন্ত্রের অস্ত্রোপচারের সহায়তা পেয়ে রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের রাজ্য কর্তৃপক্ষ, শিলাছড়ি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের টিম সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন। কিংডম রিয়াং সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসায় তার পিতা-মাতা সহ পরিবারে অন্য সদস্যদের মধ্যে খুশির হাওয়া বইছে। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

অন্ত্যোদয় দিবসে মেঘলিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়তে রাজ্যপাল

আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: অন্ত্যোদয় দিবস উপলক্ষে আজ বিকেলে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু পুরাতন আগরতলা ব্লকের মেঘলিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়ত অফিস প্রাঙ্গণে অন্ত্যোদয় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের সাথে মতবিনিময় করেন। অন্ত্যোদয় পরিবারগুলি বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা যথাযথভাবে পাচ্ছে কিনা সে বিষয়ে রাজ্যপাল খোঁজখবর নেন। আলোচনায় অংশ নেওয়া পরিবারের সদস্যরা জানান, তারা বিদ্যুৎ, পানীয়জলের সুবিধা, আবাস ও শৌচালয়ের সুবিধা সরকারের কাছ থেকে পেয়েছেন। শুধু তাই নয় আয়ুষ্মান ভারত কার্ডও তাদের দেওয়া হয়েছে। রেশন শপ থেকে তারা নিয়মিতভাবে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী পাচ্ছেন বলেও রাজ্যপালকে জানিয়েছেন। রাজ্যপাল তাদের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, সাধারণ মানুষের সমস্যা নিরসনের জন্য সারাজীবন কাজ করে যাওয়া দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে অন্ত্যোদয় দিবসটি উদযাপন করা হয়ে থাকে। রাজ্যপালের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি বলাই গোস্বামী, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, পুরাতন আগরতলা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ঝর্ণা দাস, মেঘলিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অজয় বিশ্বাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ভাস্করজ্যোতি ভৌমিকের অতিবিরল জিনগত রোগের চিকিৎসায় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগ

আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচির ৩৩তম পর্বে আজও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাহায্য প্রত্যাশী জনগণ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা'র সাথে সাক্ষাৎ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে জনগণ সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে তাদের অভাব, অভিযোগ ও সমস্যা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীকে অবগত করেন। চিকিৎসা, শিক্ষা, সামাজিক ভাতা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী সমস্যা পীড়িতদের তাৎক্ষনিক সহায়তার পাশাপাশি প্রত্যেকের সমস্যা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন।

আগরতলার জয়নগরের বাসিন্দা ভাস্করজ্যোতি ভৌমিক অতিবিরল জিনগত রোগে ভুগছেন। বর্তমানে কলকাতায় তার চিকিৎসা চলছে যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। শ্রীভৌমিক এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আর্জি জানালে মুখ্যমন্ত্রী তার চিকিৎসার সুবিধার্থে মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় আয়ুমান কার্ড সহ বিনামূল্যে ঔষুধপত্র প্রদানের ব্যবস্থা করে দেন। এছাড়াও চিকিৎসার বিষয়ে সহায়তার জন্য এসেছিলেন ক্যান্সার আক্রান্ত বাগমা নিবাসী করুনা দেবনাথ, কুঞ্জবনের বাবলি সিনহা তার মায়ের হাটুর প্রতিস্থাপন, উত্তর যোগেন্দ্রনগরের গীতা ভৌমিক তার স্বামীর চিকিৎসা, আর এম এস চৌমুহনীর মিনা পাল সহ আরও অনেকে। প্রত্যেকেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তাদের সমস্যার কথা জানান। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে উপস্থিত জিবিপি হাসপাতাল এবং ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারগণকে মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহায়তার নির্দেশ দেন।

সরকারি হাসপাতালে যেহেতু চিকিৎসার বিভিন্ন সুযোগ রয়েছে সেই সুযোগ গ্রহণের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সাহায্য প্রত্যাশীদের পরামর্শ দেন। সামাজিক ভাতা সংক্রান্ত বিষয়ে ইন্দ্রনগরের শিলা রানী চক্রবর্তীর আবেদনের ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রী তৎক্ষনাত সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সচিব এল টি ডার্লং-কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। এছাড়াও পুকুর ভরাট সংক্রান্ত সমস্যা, ন্যায় বিচার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুতে যারা এসেছিলেন তাদের সমস্যা সমাধানেও মুখ্যমন্ত্রী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন। সমস্যার গুরুত্বের নিরিখে মুখ্যমন্ত্রী কয়েকজনকে আর্থিক সহায়তাও করেন। মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ায় সাহায্য প্রত্যাশীরা আশ্বস্ত হন। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সচিব এল টি ডার্লং, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস, জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. শঙ্কর চক্রবর্তী, অটল বিহারী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারের মেডিক্যাল সুপার ডা. এস দেববর্মা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের রাজ্য শাখার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ড. সমিত রায় চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

লেম্বুছড়াস্থিত কৃষি মহাবিদ্যালয়ে জাতীয় সম্মেলনে রাজ্যপাল

কৃষিক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে

আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: ভারতের অর্থনীতিতে ও সমাজে কৃষির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাই কৃষি ও কৃষকদের কল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছেন। আজ লেম্বুছড়াস্থিত কৃষি মহাবিদ্যালয়ে ইন্ডিয়ান ফাইটোপ্যাথোলজিক্যাল সোসাইটির (আইপিএস) উত্তর পূর্বাঞ্চল আঞ্চলিক সম্মেলন এবং একাডেমি ফর অ্যাডভান্সমেন্ট অব এগ্রিকালচারেল সায়েন্সের জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু একথা বলেন। কৃষি মহাবিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই সম্মেলনের মূল বিষয়বস্তু হলো অ্যাডভান্সেস ইন ইনোভেটিভ টেকনোলজিস অ্যান্ড প্ল্যান্ট হেলথ ম্যানেজমেন্ট স্ট্রেটেজিস ইন ক্লাইমেট রিসাইলেন্ট এগ্রিকালচার (AITPCRA- 2024)। দু'দিনব্যাপী এই সম্মেলনের আয়োজন করেছে কৃষি মহাবিদ্যালয়, নয়াদিল্লিস্থিত ইন্ডিয়ান ফাইটোপ্যাথোলজিক্যাল সোসাইটি, পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণীর একাডেমি ফর অ্যাডভান্সমেন্ট অব এগ্রিকালচারেল সায়েন্স। সহযোগিতায় রয়েছে ইম্ফলের ডাইরেক্টরেট অব এক্সটেনশন এডুকেশন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু বলেন, কৃষিক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কৃষকগণ তাদের ফসল উৎপাদন অনেক বাড়াতে পারবেন বলেও রাজ্যপাল আশা প্রকাশ করেন। রাজ্যের কৃষির বিষয়ে তিনি বলেন, কৃষকদের আরও বেশি করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ত্রিপুরার কৃষকদের মশলা এবং হলুদ জাতীয় কৃষি উৎপাদনে আরও উৎসাহিত করতে হবে। দু'দিনের সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে রাজ্যপাল আশা প্রকাশ করেন কৃষি বিজ্ঞানীগণ তাদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান কৃষি ও কৃষকদের কল্যাণে ব্যবহার করবেন।

অনুষ্ঠান শুরুর আগে রাজ্যপাল কৃষি মহাবিদ্যালয় চত্বরে নেরাম্যাক, নাবার্ড এবং কৃষি মহাবিদ্যালয়ের প্রদর্শনী মন্ডপগুলি পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল সায়েন্টেফিক অ্যাবস্ট্রাক্ট এবং বুক অন সিরিয়েলস ডিজিজেস পাস্ট, প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফিউচার প্রসপেক্টস আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে বিসিকেভি-র ভিসি প্রফেসর গৌতম সাহা, একাডেমি ফর অ্যাডভান্সমেন্ট অব এগ্রিকালচারেল সায়েন্সের সভাপতি প্রফেসর ধরণীধর পাত্রা, ইন্ডিয়ান ফাইটোপ্যাথোলজিক্যাল সোসাইটির সেক্রেটারি ড. কাজল কুমার বিশ্বাস, নাবার্ডের জিএম অনীল এস কোটমিরে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. দেবাশিস সেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত কৃষি বিজ্ঞানীদের সংবর্ধনা জানানো হয়। রাজভবন থেকে আজ এ সংবাদ জানানো হয়।

প্যারা লিগ্যাল ভলান্টিয়ার্সদের সংবর্ধনা

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় প্যারা লিগ্যাল ভলান্টিয়ার্সদের ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে: বিচারপতি টি অমরনাথ গৌড়

আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: ত্রিপুরা রাজ্য আইন সেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে আজ সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য পিএলভিএস বা প্যারা লিগ্যাল ভলান্টিয়ার্সদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ত্রিপুরা রাজ্য আইন সেবা কর্তৃপক্ষের কনফারেন্স হলে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তাছাড়াও অনুষ্ঠানে গোমতী জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের জেলা সচিব ইয়াসভি তানেজাকেও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্যারা লিগ্যাল ভলান্টিয়ার্সদের হাতে স্মারক ও শংসাপত্র তুলে দিয়ে ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি তথা ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের এগজিকিউটিভ চেয়ারম্যান টি অমরনাথ গৌড় বলেন, পিএলভিএস-রা হলেন গ্রাউন্ড লেভেলের সৈনিক। গত ২০ আগস্ট থেকে ২২ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যের ভয়াবহ বন্যায় বন্যা দুর্গতদের কল্যাণে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা কাজ করেছেন। শুধু

দায়িত্ব পালন নয়, তারা সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছেন। তারা সাম্প্রতিক বন্যায় ও ধুসে বিশ্বস্ত ২৫৩টি পরিবারকে উদ্ধার করেছেন। এছাড়া গোমতী জেলার আলোর দিশারী শিশু গৃহ থেকে ২৮ জন অনাথ কিশোরী ও ১৯ জন অনাথ কিশোরকে উদ্ধার করে শিশু কল্যাণ কমিটির মাধ্যমে তেপানিয়া ও খিলপাড়া বয়েজ হোমে স্থানান্তর করেছেন।

অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের এগজিকিউটিভ চেয়ারম্যান আরও বলেন, জেলা প্রশাসন, মহকুমা প্রশাসন, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা ও শিক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায় পিএলভিএসগণ গোমতী জেলার বন্যা দুর্গত বালক, বালিকা ও বয়স্কদের মধ্যে টি-শার্ট, প্যান্ট, ফ্রক, গামছা, সেনিটারি কিডস, ঔষধ প্রদান করেছেন। যা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। এ উদ্যোগে রাজ্যের অন্য জেলার পিএলভিএস-রা যেমন উৎসাহিত হয়েছেন তেমনি দেশেও এই উদ্যোগ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তিনি বলেন, পরার্থে সেবা মহৎ গুণ। একে কথায় নয়, বাস্তবে তারা পরিণত করেছেন। তিনি বলেন, পিএলভিএসগণ সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করেন। একে অব্যাহত রাখতে হবে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব ঝুমা দত্ত চৌধুরী। তাছাড়াও বক্তব্য রাখেন সদর মহকুমা আইনসেবা কমিটির সদস্য সচিব পিযুষ প্রিয়দর্শী। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার জেলা ও দায়রা বিচারপতি এস শর্মা রায়, ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের উপসচিব অনিন্দিতা দেবরায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের দ্বারা তৈরী ত্রিপুরার সামাজিক রূপরেখা নিয়ে একটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। এটি বিচারপতি টি অমরনাথ গৌড়ের নির্দেশনায় তৈরী করা হয়েছে।

ICA রাজ্যভিত্তিক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মজয়ন্তী উদযাপন

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন বাংলার নবজাগরণের এক প্রধান ব্যক্তিত্ব: মেয়র

আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন বাংলার নবজাগরণের এক প্রধান ব্যক্তিত্ব। তাঁর কর্মধারা আমাদের দেশের নারী শিক্ষা ও বিভিন্ন সামাজিক সংস্কারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২ নং হলে পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রাজ্যভিত্তিক জন্মজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার একথা বলেন। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মেয়র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন দর্শন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, নানা রকম সামাজিক কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। নারী শিক্ষার প্রসারে তার অবদান ছিল অপরিসীম। অনুষ্ঠানে পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্মধারা নিয়ে বক্তব্য রাখেন রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী, ইগনৌর আগরতলার আঞ্চলিক পরিচালক ড. অরবিন্দ মাহাতো এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমগ্র শিক্ষা অধিকর্তা এন সি শর্মা। অনুষ্ঠানে মেয়র দীপক মজুমদার সহ অতিথিগণ পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

এদিকে, আজ সকালে অরুন্ধতীনগর ড্রপগেইটে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি বলাই গোস্বামী, আগরতলা পুরনিগমের কর্পোরেটর স্বপ্না সরকার, কর্পোরেটর অলক রায়, রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মর্মর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

ICA প্রাকৃতিক গ্যাসের পাইপলাইনে অগ্নিকান্ড
নাগিছড়ায় তৃতীয় পর্যায়ের অফসাইট মহড়া

আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: প্রাকৃতিক গ্যাসের পাইপলাইনে অগ্নিকান্ড আয়ত্তে আনা ও অগ্নিকান্ড প্রতিরোধে কি করা উচিত তা নিয়ে আজ নাগিছড়ায় তৃতীয় পর্যায়ের অফসাইট মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক কার্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই মহড়ায় গেইল, ইন্ডিয়াল অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড, নেপকো, ওএনজিসি, টিএনজিসিএল, টিএসইসিএলের প্রতিনিধিগণ সহ এনডিআরএফ-এর প্রথম ব্যাটেলিয়ন, আসাম রাইফেলস, ফায়ার সার্ভিস, আপদামিত্র ও স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীগণ অংশ নেন।

মহড়ার শুরুতে গেইলের অধীনস্থ আনন্দনগর থেকে নেপকো গ্যাস পাইপলাইনে আগুন লাগার মহড়াকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার ভূমিকা কি হবে তা গ্রামবাসীদের সম্মুখে তুলে ধরা হয়। পরে মহড়াস্থলে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় ডুকলি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভুলন সাহা, সদর মহকুমার মহকুমা শাসক মানিকলাল দাস, গেইল আগরতলার জিএম পঙ্কজ বিশ্বাস, ডিজিএম বনানী দেববর্মণ, ডুকলি ব্লকের বিডিও সুশান্ত দত্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মহড়ায় উপস্থিত আধিকারিকগণ গ্রামবাসীদের এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

ICA সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্যমন্ত্রী
মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিভিন্ন দপ্তরে ১,২৬৭টি পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত

আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিভিন্ন দপ্তরে ১,২৬৭টি পদে নিয়োগ ও ১৯৩টি নতুন পদ সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গতকাল মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয়। আজ সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মন্ত্রিসভার বৈঠকের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলেন, বন দপ্তরের অধীনে ১৯৪ জন ফরেস্ট গার্ড নিয়োগ করা হবে। দপ্তরের উদ্যোগে খুব শীঘ্রই এই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। রাজস্ব দপ্তরের অধীনে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ২৫৪টি (গ্রুপ-সি) শূন্য পদে লোক নিয়োগ করা হবে। এই ২৫৪টি পদের মধ্যে রয়েছে ১৪টি রেভিনিউ ইন্সপেক্টর, জুনিয়র সার্ভেয়র ১০টি, তহশিলদার ১৬৪টি, মোহড়ার ৩৭টি এবং আমিন রয়েছে ২৯টি। খাদ্য মন্ত্রী জানান, নির্বাচন দপ্তরের অধীনে প্রোগ্রামার (গ্রুপ-বি) নন-গেজেটেড পদে ১ জন এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার (গ্রুপ-সি নন-গেজেটেড) পদে ২ জন লোক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভায় গৃহিত হয়েছে। টিপিএসসি'র মাধ্যমে এই পদগুলিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। রাজ্য অর্থ দপ্তরের অধীনে ১২টি মাল্টিটাস্কিং স্টাফ (পিওন) গ্রুপ-ডি (নন-টেকনিক্যাল) পদে লোক নিয়োগ করা হবে। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে ২১৮টি সাব-ইন্সপেক্টর (মহিলা ও পুরুষ) শূন্যপদে লোক নিয়োগ করা হবে। টিপিএসসি'র মাধ্যমে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। জিএ এবং এসএ (GA & SA) দপ্তরের অধীনে ১৯ জন ড্রাইভার পদে লোক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভায় নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি জিএ এবং এসএ (GA & SA) দপ্তরের অধীনে ৮৮ জন মাল্টি টাস্কিং স্টাফ (গ্রুপ-ডি) পদে লোক নিয়োগ করা হবে। শিক্ষা দপ্তরের অধীনে ৩৫২টি পদে প্রি-প্রাইমারি টিচার নিয়োগ করা হবে। টিআরবিটি'র মাধ্যমে এই শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। শিক্ষা দপ্তরের অধীনে ১২৫টি স্কুল লাইব্রিয়ান পদে লোক নিয়োগ করা হবে। মন্ত্রী জানান, দপ্তরের উদ্যোগে শীঘ্রই এই বিভিন্ন পদগুলিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। খাদ্য মন্ত্রী আরও জানান, শিক্ষা দপ্তরের অধীনে ১১৮টি স্নাতকোত্তর শিক্ষক (কম্পিউটার সায়েন্স) পদ সৃষ্টির অনুমোদন

দেওয়া হয়েছে মন্ত্রিসভায়। পাশাপাশি যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধীনে ৭৫টি জুনিয়র পিআই পদ পুনঃসৃষ্টি করা হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্যমন্ত্রী জানান, গতকাল মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের অধীনে দূর্গাপুজা উপলক্ষ্যে সারা রাজ্যের ৯ লক্ষ ৮৩ হাজার রেশন কার্ড হোল্ডারদের বিনামূল্যে ১ কেজি চিনি, ২ কেজি ময়দা এবং ৫০০ গ্রাম সুজি প্রদান করা হবে। এতে করে রাজ্য সরকারের ব্যয় হবে প্রায় ৬ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা। আগামী অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে ভোক্তারা এই সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন বলে মন্ত্রী জানান। তিনি আরও জানান, প্রতিবছরই দপ্তরের উদ্যোগে রেশন কার্ড ভোক্তাদের ভুর্তুকি মূল্যে পণ্য দ্রব্য দেওয়া হয়ে থাকে।

কিন্তু এবছর বন্যা পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে আসন্ন দুর্গাপুজায় বিনামূল্যে এই পণ্য সামগ্রী ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে ভোক্তাদের প্রদান করা হবে। তিনি আরও জানান, জনজাতি ন্যায্য মূদপ্তরের অধীনে প্রি-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ (ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণী) যা ৪০০ টাকা ছিল, তা বাড়িয়ে ১০০০ টাকা করার প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় গৃহীত হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের কৃষি কলেজে একজন পূর্ণ সময়ের জন্য অধ্যক্ষ নিয়োগের জন্যও মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছেজ খাদ্যমন্ত্রী জানান, নজরুল কলাস্থিত রাজ্যের একমাত্র টিএফটিআই (TFTI)-কে আপগ্রেডিং করার লক্ষ্যে একজন পরামর্শদাতা নিয়োগ করার অনুমোদন মন্ত্রিসভায় দেওয়া হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রী জানান, রাজ্যের নিজস্ব একটি লোগো/প্রতীক নির্ধারণের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে পাঠানোর জন্য মন্ত্রী সভায় অনুমোদন দিয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্য মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের বাইরে খাদ্য দপ্তর সম্পর্কিত কিছু সিদ্ধান্ত সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন। তিনি জানান, সারারাজ্যে খাদ্য দপ্তরের অধীনে ৬২৫ জন শ্রমিক রয়েছে। তাদের সবাইকে পূজার বোনাস উপলক্ষ্যে ২ হাজার টাকা করে অনুদান প্রদান করা হবে। খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তর এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। খাদ্য মন্ত্রী আরও জানান, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর স্টেট লেভেল সেমিনার অন কনজিওমার প্রোটেকশান আয়োজন করা হবে। সেখানে রাজ্যের সব কাগজের রেশন কার্ডগুলিকে পিভিসি কার্ডে রূপান্তরিত করার কর্মসূচি হাতে নেওয়া হবে। পাশাপাশি দপ্তরের উদ্যোগে ভোক্তা সংবাদ যা প্রতি তিনমাসে একবার ভোক্তাদের জনসচেতনতায় প্রকাশ করা হবে এবং একটি তথ্য চিত্রের সূচনা করা হবে বলে মন্ত্রী জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভাল হেমেন্দ্র কুমার, খাদ্য দপ্তরের অধিকর্তা নির্মল অধিকারি প্রমুখ।

সাংবাদিক সম্মেলনে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা

মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশনে রাজ্যে গত ৪ বছরে ৫৬,৪০০ জন জনজাতি অংশের মানুষ উপকৃত

আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশনে গত ৪ বছরে ৪৬ হাজার ৮৬.৫৫ হেক্টর এলাকা রাবার চাষের আওতায় আনা হয়েছে। উপকৃত হয়েছেন ৫৬ হাজার ৪০০ জন জনজাতি অংশের মানুষ। আগামী বছর আরও প্রায় ২৩ হাজার হেক্টর এলাকা এই প্রকল্পে রাবার চাষের আওতায় আনা হবে। আজ জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা সুভাশিস দাস এই সংবাদ জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে রাবার বোর্ডের রাবার প্রোডাকশান কমিশনার ড. সিজু টি উপস্থিত ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশন নিয়ে বিস্তারিত জানাতে গিয়ে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা জানান, ২০২১ সালের ১৪ আগস্ট সিপাহীজলা জেলার পাথালিয়া ঘাটের তারাপদ পাড়ায় এই প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল। প্রকল্পের শুরুতে ৩০ হাজার হেক্টর এলাকায় রাবার চাষের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ৬৯ হাজার হেক্টর এলাকায় রাবার চাষের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়। পাঁচ বছরের জন্য নেওয়া এই প্রকল্প আগামী বছর শেষ হবে। অধিকর্তা জানান, টিটিএএডিসি, টিআরপিসি লিমিটেড, টিএফডিপিসি লিমিটেড, রাবার বোর্ড, টিআরপি ও পিটিজি এবং জনজাতি কল্যাণ দপ্তর এই প্রকল্প রূপায়ণ করছে। অধিকর্তা জানান, এই প্রকল্পে প্রতি হেক্টরে রাবার বাগান করতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৩ লক্ষ ৫ হাজার ৪৫২ টাকা। প্রকল্প অনুযায়ী সুবিধাভোগীদের সার্টিফাইড নার্সারি থেকে রাবার চারা বিনামূল্যে সরবরাহ করছে রাবার বোর্ড। চারা গাছে ফেন্সিং দেওয়া ও অন্যান্য খরচ বহন করছে জনজাতি কল্যাণ দপ্তর। অর্থের ব্যবস্থা করা হয়েছে নাবার্ড থেকে। এমজিএন-রেগায় এই রাবার বাগান গড়ে তোলা হচ্ছে। সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে রাবার বোর্ড। অধিকর্তা জানান, টিটিএএডিসি গত ৪ বছরে ৯৬৬৬.১২ হেক্টরে, টিআরপিসি ৮৯৮৫.২৯ হেক্টরে,

টিএফডিপিসি ১১৩৯.৩০ হেক্টরে, রাবার বোর্ড (ত্রিপুরা) ১৯৯৩৬.২২ হেক্টরে, টিআরপি ও পিটিজি ২৪৬১.০১ হেক্টরে এবং জনজাতি কল্যাণ দপ্তর ৩৮৯৮.৬১ হেক্টর এলাকায় মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশনে রাবার বাগান গড়ে তুলেছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে রাবার প্রোডাকশান কমিশনার ড. সিজু টি বলেন, কেরালার পরেই রাবার উৎপাদনে ত্রিপুরা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশন এখানে সাফল্যের সঙ্গে রূপায়ণ করা হচ্ছে। এজন্য তিনি রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান। তিনি জানান, রাবার বোর্ড ত্রিপুরায় রাবার চাষে সব ধরণের সহযোগিতা করবে। তিনি জানান, জনজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে ১০ জন জনজাতি ছাত্রকে কেরালায় ন্যাশনাল ইন্সস্টিটিউট ফর রাবার টেকনোলজি-তে পাঠানো হয়েছিল পোস্ট গ্রেজুয়েট ডিপ্লোমা ইন রাবার প্ল্যান্টেশন ম্যানেজমেন্ট পড়ার জন্য। এক বছরের এই কোর্সে তারা সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনের পর জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা, রাবার প্রোডাকশান কমিশনার এবং অন্যান্য অতিথিগণ ছাত্রদের হাতে এই কোর্সে উত্তীর্ণ হওয়ায় শংসাপত্র তুলে দেন।

ICA সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক সপ্তম রাষ্ট্রীয় পোষণ মাহ

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি থেকে শিশু ও মায়েদের উন্নত পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে: সমাজকল্যাণমন্ত্রী

বিশালগড়, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি থেকে শিশু ও মায়েদের উন্নত পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আগামী ১ বছরের মধ্যে স্মার্ট ক্লাশের ব্যবস্থা করা হবে। তাছাড়াও ১০০ শতাংশ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক সপ্তম রাষ্ট্রীয় পোষণ মাহ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সমাজশিক্ষা ও সমাজকল্যাণমন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন। অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণমন্ত্রী আরও বলেন, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে সমাজের সকল অংশের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। শুধুমাত্র প্রশাসনিক নিয়মনীতি দিয়ে বাল্যবিবাহ দূর করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, রাজ্যের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি থেকে শিশুদের সার্বিক বিকাশে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যে বর্তমানে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে ২ লক্ষ ৯৭ হাজার ৮৫৭ জন শিশুকে সঠিক পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৩৩৪টি নতুন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এরমধ্যে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় ১৫০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। আগামী ১ বছরে আরও নতুন ৮৮টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চালু করা হবে। অনুষ্ঠানে সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল বলেন, শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের সঠিক শারীরিক বিকাশে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন অঞ্জন পুরকায়স্থ, জিলা পরিষদের সদস্য গৌরাঙ্গ ভৌমিক, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. দেবাশিস দাস, জেলা শিক্ষা আধিকারিক মলয় ভৌমিক, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা অরুণ দেববর্মা, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উপঅধিকর্তা পাঞ্চালী দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে জেলার সহস্রাধিক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সুস্বাস্থ্যের ২ জন শিশু ও ১০ জন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে পুরস্কৃত করা হয়। তাছাড়াও ২০ জন গর্ভবতী মহিলাদের হাতে পোষণ কিট তুলে দেওয়া হয়।

ICA এনইসি ভিশন প্ল্যান-২০৪৭

প্রজ্ঞাভবনে রাজ্যভিত্তিক পরামর্শমূলক সভা

আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: এনইসি ভিশন প্ল্যান-২০৪৭ নিয়ে আজ প্রজ্ঞাভবনের ১নং হলে রাজ্যভিত্তিক পরামর্শমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। নর্থ ইস্টার্ন ডেভেলপমেন্ট ফিনান্স কর্পোরেশন লিমিটেডের (নেডফি) উদ্যোগে ও নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিলের (এনইসি) সহযোগিতায় এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব জে কে সিনহা। সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নেডফির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এস কে বড়ুয়া।

উল্লেখ্য, নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিল (এনইসি) নেডফিকে ভিশন প্ল্যান-২০৪৭ ডকুমেন্ট তৈরি করার দায়িত্ব দিয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে নেডফি এই এনইসি ভিশন প্ল্যান-২০৪৭ ডকুমেন্টের ড্রাফট তৈরি করেছে। প্রজ্ঞাভবনের আজকের সভায় এই ড্রাফট ডকুমেন্ট নিয়ে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ, সরকার অধিগৃহীত সংস্থার (পিএসইউ) প্রতিনিধিগণ, বাণিজ্যিক সংস্থা, কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন), শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পেশাদারি সংস্থা, নাগরিক সমাজ ও এনজিও-র প্রতিনিধিগণ তাদের সুচিন্তিত মতামত রাখেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন এনইসি-র

অ্যাডভাইজার (হর্টিকালচার) এম ইবোয়াইমা মেইতেই, কোর কমিটির সদস্য এ এম সিং এবং প্রফেসর এ কে বুরাগোঁহাই। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন নেডফি-র জি এম অসীম কুমার দাস।

বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০২৪

দেশ ও রাজ্যের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির অন্যতম ক্ষেত্র হচ্ছে পর্যটন শিল্প: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: দেশ ও রাজ্যের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির অন্যতম ক্ষেত্র হচ্ছে পর্যটন শিল্প। রাজ্য সরকার পর্যটনের বিকাশে বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। ফলে রাজ্যে দেশ-বিদেশের পর্যটকের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে বিশ্ব পর্যটন দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইউনাইটেড ন্যাশনস ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম অর্গানাইজেশন ১৯৮০ সাল থেকে সারা দেশে ২৭ সেপ্টেম্বর দিনটি বিশ্ব পর্যটন দিবস হিসাবে পালনের সূচনা করে। তারপর থেকে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নির্ধারিত ভাবনার উপর ভিত্তি করে ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস পালিত হচ্ছে। ২০২৪ সালের পর্যটন দিবসের মূল ভাবনা হল 'পর্যটন এবং শান্তি'। এই বৎসর বিশ্ব পর্যটন দিবসের আয়োজক দেশ জর্জিয়া। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার প্রাকৃতিক পরিবেশ পর্যটনের অন্যতম সম্পদ। এছাড়াও রয়েছে ধর্মীয় পর্যটনের বিভিন্ন মন্দির ও মসজিদ। ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির, কসবা কালিবাড়ি, চতুর্দশ দেবতা বাড়ি, অমরপুরের মঙ্গলচন্ডী মন্দির, মহামুনী প্যাগোডা ইত্যাদি রাজ্যের উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় পর্যটনকেন্দ্র।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, রাজ্যের পর্যটন শিল্পের বিকাশে উদয়পুরের মাতাবাড়িকে নবকলেবরে সাজানোর উদ্যোগ চলছে। নারকেলকুঞ্জ এবং ডম্বুরকে ইতিমধ্যেই পর্যটকদের কাছে আকর্ষনীয় করা হয়েছে। সেখানে লগ হাট চালু করা হয়েছে। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হচ্ছে। পর্যটন কর্মসংস্থানের অন্যতম বৃহৎ মাধ্যম এবং সমাজের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে ৪১টি আধুনিক লগ হাট নির্মাণ ও চালু করা হয়েছে। উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে লাইট এন্ড সাউন্ড শো চালু করা হয়েছে। নারকেল কুঞ্জে হেলিপ্যাড নির্মাণ করা হয়েছে। ডম্বুর জলাশয়ে ওয়াটার স্কুটার/জেট স্কী, ভাসমান জেটি, আধুনিক মোটর চালিত বোট চালু করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বদেশ দর্শন-১.০ প্রকল্পের মাধ্যমে আগরতলা, সিপাহীজলা, মেলাঘর, উদয়পুর, অমরপুর, মন্দিরঘাট, তীর্থমুখ, নারকেলকুঞ্জ, ডম্বুর, আমবাসা, নীরমহল এবং বড়মুড়া ইত্যাদি পর্যটন কেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শেষ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরকে একটি আধ্যাত্মিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রক কর্তৃক 'প্রসাদ' প্রকল্পের মাধ্যমে মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির চত্তরের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। নতুন নতুন পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে কমলপুর মহকুমায় সুরমাছড়া ওয়াটার ফলস পর্যটন কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে। রাজ্যের পর্যটন পরিকাঠামো বিকাশের লক্ষ্যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের মাধ্যমে ছবিমুড়া, কৈলাসহরের সোনামুখী এলাকা, চতুর্দশ দেবতা মন্দির এবং কসবা কালি মন্দির চত্বরের পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ছবিমুড়া এবং কৈলাসহরে সোনামুখী এলাকায় কাজ শুরু হয়েছে। এই পর্যটনকেন্দ্রগুলির উন্নয়নের জন্য প্রায় ১৮০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুষ্পবন্ত প্রাসাদ ও দরবার হল কে মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্য মিউজিয়াম ও কালচারাল সেন্টারে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়েছে। ডম্বুর জলাশয়ের জন্য অত্যাধুনিক হাউস বোট ক্রয় করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে আরও আকর্ষনীয় করে তুলতে হোম স্টে চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের আওতায় উত্তর পূর্বাঞ্চল বিশেষ পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে নারকেলকুঞ্জের আশেপাশে আরও ৪টি আইল্যান্ড কে পর্যটকদের জন্য সাজিয়ে তোলার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উদয়পুর রেল স্টেশন থেকে মাতাবাড়ি, মহারাণী থেকে ছবিমুড়া, সুরমাছড়া এবং জম্পুই হিলে রোপওয়ে নির্মাণের জন্য ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেড ও ন্যাশনাল হাইওয়েজ লজিস্টিক ম্যানেজমেন্টস লিমিটেডের মধ্যে মৌ স্বক্ষরিত হয়েছে। এজন্য ব্যয় হবে ৬৯২ কোটি টাকা।

অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, পর্যটনের মাধ্যমে অচেনাকে চেনা ও অজানাকে জানা সম্ভব হয়। পাশাপাশি পর্যটনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাও রয়েছে। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় রাজ্য সরকার রাজ্যের পর্যটন ক্ষেত্রকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটনস্থল যেমন, নারিকেলকুঞ্জ,

ছবিমুড়া, মাতাবাড়ি ও উনকোটিকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষনীয় করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, রাজ্যের পর্যটনকে বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে তোলে ধরার লক্ষ্যে দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলীকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করা হয়েছে। পর্যটনমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের পাশে দাঁড়িয়েছে পর্যটন দপ্তর। রাজ্যের পর্যটনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর সৌরভ গাঙ্গুলীও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাহায্যার্থে ১০ লক্ষ টাকা দান করেছেন। এই অর্থ দিয়ে বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের কাছে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও ভাষণ রাখেন পর্যটন দপ্তরের সচিব ড. টি কে দেবনাথ ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রশান্ত বাদল নেগী। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শুধাংশু দাস, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার প্রমুখ।

বিশ্ব পর্যটন দিবস অনুষ্ঠানে সাম্প্রতিক বন্যায় যে সব বীরগণ মানুষের জীবন রক্ষায় অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন সেই সব বীরদের সম্মান জানানো হয়। সম্মাননাস্বরূপ তাদের হাতে স্মারক, সংশাপত্র ও আর্থিক পুরস্কার তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে এবছরের সেরা ট্যুর অপারেটর, ট্যুরিস্ট লজের সেরা ম্যানেজার, সেরা গাড়ি চালক, সেরা অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব সহ দপ্তরের ভালো কাজের সাফল্য স্বরূপ সেরা কর্মচারিদের পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও বিশ্ব পর্যটন দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার স্বরূপ তাদের হাতে স্মারক উপহার ও সংশাপত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ।

ICA জনজাতি ছাত্রাবাসগুলির কৃতি ছাত্রছাত্রীরা পুরস্কৃত

জনজাতি ছাত্রাবাসগুলির সামগ্রিক পরিকাঠামো উন্নয়নে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে: জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী

আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চায় আরও বেশি করে এগিয়ে আসতে হবে। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চর্চা ছাত্রছাত্রীদের মনে যেমন আনন্দ দেয় তেমনি সম্প্রীতিও সুদৃঢ় করে। আজ সুকান্ত একাডেমি অডিটোরিয়ামে রাজ্য সরকার পরিচালিত রাজ্যের জনজাতি ছাত্রী ও ছাত্রাবাসগুলিতে পাঠরতদের মধ্যে মাধ্যমিকে কৃতি ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী আরও বলেন, ছাত্রছাত্রীরা দেশের ভবিষ্যৎ। তারা প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠলে দেশের কল্যাণ হবে। সরকার জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গুণগত শিক্ষার প্রসারে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। জনজাতি ছাত্রাবাসগুলির সামগ্রিক পরিকাঠামো উন্নয়নেও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে মাধ্যমিকে জনজাতি ২৩ জন ছাত্র ও জনজাতি ২২ জন ছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে এবছরের মাধ্যমিকে জনজাতি ছাত্রী ও ছাত্রাবাসগুলির মধ্যে প্রথম বিলোনীয়ার ললিতা ত্রিপুরা, দ্বিতীয় সাবুমের সহেল ত্রিপুরা ও তৃতীয় কুমারঘাটের মনাসন দারলংকে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া ১৬৪টি জনজাতি ছাত্রী ও ছাত্রাবাসগুলির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বলেন, গুণগত শিক্ষায় জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করতে প্রি-মেট্রিক ও পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপের টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে তিনি প্রি-মেট্রিক ও পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপের জন্য ছাত্রছাত্রীদের আগামী ৩১ অক্টোবরের মধ্যে ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা শুভাশিষ দাস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী সহ অতিথিগণ ছাত্রাবাসের আবাসিকদের হাতে ফুটবল, ক্যারাম বোর্ড, ভলিবল, নেট ও ক্রিকেট সেট তুলে দেন। এছাড়া অতিথিগণ কৃতি জনজাতি ছাত্র ও ছাত্রীদের হাতে ট্রফি ও শংসাপত্রও তুলে দেন। ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা ভি দারলং।

ICA রাজ্যভিত্তিক ভোক্তা সচেতনতামূলক সেমিনার

ভোক্তাদের ভোক্তা সুরক্ষা আইন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: ভোক্তাদের ভোক্তা সুরক্ষা আইন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাই খাদ্য দপ্তরকে ভোক্তা সুরক্ষা আইন সম্পর্কে আরও বেশি করে সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালিয়ে যেতে হবে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে রাজ্যভিত্তিক ভোক্তা সচেতনতামূলক সেমিনার এবং বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্তরে গঠিত কনজিউমার ক্লাবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ভোক্তাদের যেকোনও জিনিস কেনার সময় সঠিক ক্যাশমেমো সংগ্রহ করার উপর সচেতন থাকতে হবে। তাহলে ভোক্তাদের সঠিক

ও দ্রুত আইনি পরিষেবা পেতে সুবিধা হবে। ফ্ল্যাটবাড়ি ক্রয়, অনলাইনে জিনিসপত্র ক্রয় সহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতারণার শিকারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই ধরণের সচেতনতামূলক কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উল্লেখ্য, খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যের ১০০টি বিদ্যালয়ে এবং ১৮টি মহাবিদ্যালয়ে কনজিউমার ক্লাব গঠন করা হয়।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার স্বচ্ছতার সঙ্গে জনগণকে পরিষেবা প্রদানে সব সময় আন্তরিক ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গণবন্টন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই ই-পিডিএস ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। পুরোনো রেশনকার্ডগুলোকে পিভিসি কার্ডে রূপান্তরিত করা হচ্ছে, যেগুলি সহজে নষ্ট হবে না। অনুষ্ঠানে খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ত্রিপুরা ছোট রাজ্য হলেও গণবন্টন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে বিশেষ সুনাম রয়েছে। প্রকৃত ভোক্তারা যাতে তাদের রেশন সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারেন তারজন্য গণবন্টন ব্যবস্থাকে ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে। পাশাপাশি গণবন্টন ব্যবস্থাকে আরও জনমুখী করার জন্য দপ্তর সচেষ্ট রয়েছে। খাদ্যমন্ত্রী বলেন, আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে এবছর ভোক্তাদের বিনামূল্যে ১ কেজি চিনি, ২ কেজি ময়দা ও ৫০০ গ্রাম সুজি প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে দপ্তর। এছাড়াও খাদ্য দপ্তরের প্রায় ৬০০-র উপর শ্রমিকদের দুর্গাপূজা উপলক্ষে ২ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে রাজ্য ভোক্তা কমিশনের সভাপতি তথা ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম লোধ বলেন, ডিজিটাল যুগে ভোক্তাদের ভোক্তা সুরক্ষা আইন সম্পর্কে সচেতন করা খুবই সময়োপযোগী পদক্ষেপ।

অনুষ্ঠানে খাদ্য দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার বলেন, ভোক্তাদের আইনি সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্যের ৪টি জেলায় ভোক্তা কমিশন খোলা হয়েছে। বাকি ৪টি জেলাতেও ভোক্তা কমিশন চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ভোক্তা সুরক্ষা আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ১০০টি বিদ্যালয়ে ও ১৮টি মহাবিদ্যালয়ে কনজিউমার ক্লাব গঠন করা হয়েছে। এই ক্লাবগুলো নিয়মিত আলোচনাচক্র ও কর্মশালার আয়োজন করে শিক্ষার্থীদের ভোক্তা অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত করবে, যাতে তারা সমাজে সচেতন ভোক্তা হিসেবে অন্যদেরও সচেতন করতে পারে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার ও খাদ্য দপ্তরের অধিকর্তা নির্মল অধিকারী উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে খাদ্য দপ্তরের ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'ভোক্তা সংবাদের' প্রথম সংস্করণের আবরণ উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী। খাদ্য দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভোক্তা অধিকার সম্পর্কিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খাদ্য দপ্তরের শ্রমিকদের ২ হাজার টাকা করে পূজা অনুদান প্রদানের কর্মসূচির সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিনামূল্যে সুজি, ময়দা ও চিনি বিতরণ কর্মসূচির সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

জনজাতি সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলিকে পরম্পরাগত অলঙ্কার ও বাদ্যযন্ত্র

জনজাতিদের কৃষ্টি সংস্কৃতির বিকাশে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে: জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী

আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: ট্রাইবেল রিসার্চ অ্যান্ড কালচারেল ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে রাজ্যের ৩৯টি বিভিন্ন জনজাতি সাংস্কৃতিক সংস্থাকে পরম্পরাগত অলঙ্কার, বাদ্যযন্ত্র, নৃত্যের আনুষঙ্গিক সামগ্রী ও পরিধেয় বস্ত্র দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই উপলক্ষে আজ সুপারিবাগানস্থিত ট্রাইবেল রিসার্চ অ্যান্ড কালচারেল ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে ১৩টি জনজাতি সংস্থাকে বিভিন্ন সামগ্রী প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, জনজাতিদের কৃষ্টি সংস্কৃতির বিকাশে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১১টি জনজাতি সাংস্কৃতিক সংস্থাকে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩০টি জনজাতি সংস্থাকে ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই ধরনের সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই ৩৯টি জনজাতি সাংস্কৃতিক সংস্থাকে পরিধেয় বস্ত্র, অলঙ্কার, বাদ্যযন্ত্র, নৃত্যের আনুষঙ্গিক সামগ্রী প্রদান করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা আরও বলেন, ২০১৮ সালে বর্তমান সরকার নির্বাচিত হওয়ার পর রাজ্যের যুব সমাজকে স্বনির্ভর করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন এই ধরনের সামগ্রী বিতরণে রাজ্য সরকারের উদ্যোগ জনজাতিদের মধ্যে নিজস্ব সংস্কৃতি সম্পর্কে যেমন সচেতনতা বৃদ্ধি করবে তেমনি

রোজগারের বিভিন্ন মাধ্যমও সৃষ্টি করবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ট্রাইবেল রিসার্চ অ্যান্ড কালচারেল ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা আনন্দহরি জমাতিয়া।

রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী

শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ও নাগরিকদের সুরক্ষায় পুলিশকে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ও নাগরিকদের সুরক্ষায় পুলিশকে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শারদ উৎসবের দিনগুলি শান্তিপূর্ণ রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আজ রাজ্য পুলিশের প্রধান কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা জানান। উল্লেখ্য, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আজ রাজ্য পুলিশের প্রধান কার্যালয়ে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। সভায় মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, বিভিন্ন জেলার পুলিশ সুপার ও রাজ্যের পদস্থ পুলিশ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। পর্যালোচনা বৈঠকে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অনুপ্রবেশ, মাদক পাচার ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা সহ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়।

পর্যালোচনা সভার পর রাজ্য পুলিশের প্রধান কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা জানান, শারদ উৎসবের দিনগুলি শান্তিপূর্ণ রাখতে রাজ্য সরকার সচেষ্ট। পুজোর চাঁদা নিয়ে জোর জুলুম বরদাস্ত করা হবে না। এই বিষয়ে ইতিমধ্যে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আজকের পর্যালোচনা সভার মূল উদ্দেশ্যই ছিল রাজ্যের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা। এই বিষয়ে আধিকারিকগণের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পুলিশ আধিকারিকগণ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের মতামত তুলে ধরেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুলিশি ব্যবস্থায় অন্যতম স্তম্ভ হল রাজ্যের থানাগুলি। থানায় গিয়ে নাগরিকগণ যাতে তাদের অভিযোগ বা সমস্যার কথা বলতে পারেন সে বিষয়ে পুলিশ আধিকারিকদের সচেতন থাকতে হবে। পাশাপাশি লক্ষ্য রাখতে হবে কোন নাগরিক যেন থানায় গিয়ে নিজেকে অসহায় মনে না করেন সেই বিষয়েও নজর দিতে হবে। কোন নাগরিক থানায় এলে তার প্রতি মানবিক ব্যবহার করতে হবে। পুলিশের প্রয়াস কর্মসূচি অব্যাহত রাখা এবং আইনি বিষয়ে নাগরিক সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমান সরকার নেশা ও মাদকের বিষয়ে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের উপর জোড় দিয়েছেন। রাজ্যের পুলিশ ও নেশার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, ২৮টি রাজ্যের মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিচের দিক থেকে রাজ্যের স্থান তৃতীয়। নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্তকরণ এবং নেশা সামগ্রী নষ্ট করার ক্ষেত্রেও ত্রিপুরা অন্যতম স্থানে রয়েছে। আজকের সভায় এই কর্মসূচি আরও জোরদার করার জন্য পুলিশ আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও নিয়ম মাফিক পুলিশের টহলদারি ও মনিটরিং এর উপরও জোর দিতে বলা হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, ত্রিপুরা পুলিশের ১৫০ বছরের ইতিহাস রয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশ রাজ্যের গর্ব। সারা দেশে এর সুনাম রয়েছে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় ত্রিপুরা পুলিশ উল্লেখযোগ্য কাজ করে চলছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, যে যেই দায়িত্বে রয়েছেন সেই দায়িত্ব স্বচ্ছতার সাথে সম্পাদন করতে হবে।

বর্তমান রাজ্য সরকারও স্বচ্ছতার মধ্যদিয়ে চলছে। মানুষ এটাকেই মনে রাখবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজকের সভায় ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ট্রাফিক সমস্যা সমাধানেও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন বলেন, আজকের পর্যালোচনা সভায় অপরাধ দমন, আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি, সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সভায় এসমস্ত ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় কোন ধরণের আপোষ করা হবেনা। পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার উপরও সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন বিগত কয়েক বছরে রাজ্যের অপরাধ সংক্রান্ত তথ্যের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেন। তিনি জানান, উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরায় সবচেয়ে বেশী নেশা সামগ্রী ধবংস এবং বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক আরও জানান, অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধেও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ায় বিভিন্ন ধরণের অপরাধ প্রতিনিয়ত কমছে। অসামাজিক কার্যকলাপ দমনের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাচ্ছে ত্রিপুরা পুলিশ।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎ মন্ত্রী

বন্যা পরিস্থিতিতে সাহসিক ভূমিকার জন্য বিদ্যুৎ নিগমের ৪,২৯৪ জন কর্মীকে অনুদান

আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: রাজ্যে বন্যাকালীন পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ পরিষেবা অক্ষুন্ন রাখতে রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টা ও সাহসিক ভূমিকার সম্মানার্থে নিগমের সবস্তরের কর্মীদের এককালীন অনুদান দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ৪,২৯৪ জন কর্মীকে এই অনুদান দেওয়া হবে। এজন্য ব্যয় হবে ২৫ লক্ষ ৫২ হাজার ২০০ টাকা। সর্বোচ্চ ১৭০০ টাকা থেকে সর্বনিম্ন ৪০০ টাকা পর্যন্ত একজন কর্মী পাবেন। আজ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এ সংবাদ জানান বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তিনি জানান, রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের হেল্পার-২, হেল্পার এবং সিনিয়র হেল্পার সহ মোট ৫৭৪ জনকে জুনিয়র লাইনম্যান হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া হবে। এর ফলে চাকুরীর মেয়াদ অনুযায়ী তাদের গড়ে কমপক্ষে ১১০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ প্রায় ৪৩০০ টাকা পর্যন্ত বেতন ভাতা বাড়বে বলে মন্ত্রী জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানান, গতবছর দুর্গা পুজার অষ্টমী দিনে রাজ্যে বিদ্যুৎ-এর সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল ৩১১.৩ মেগাওয়াট। এবছর রাজ্যের গড় বিদ্যুৎ চাহিদা হচ্ছে ৩৩০ মেটাওয়াট। তবে গত ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ রাজ্যে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ-এর চাহিদা ছিল ৩৭৮.৫ মেগাওয়াট। এজন্য পুজোর সময়ে রাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রদানের লক্ষ্যে ৩৯০ মেটাওয়াট বিদ্যুৎ-এর চাহিদা স্থির করা হয়েছে। এজন্য ১০৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ক্রয় করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। ব্যয় হবে ২ কোটি টাকা। তিনি জানান, বিশ্ব ব্যাংকের অর্থনাকূল্যে রাজ্যে ১৮০০ কোটি টাকার বিদ্যুৎ পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। রাজ্যে ৯টি বিদ্যুৎ সাব-স্টেশন শীঘ্রই চালু করা হবে। এই বিদ্যুৎ সাবস্টেশনের মধ্যে বিলোনীয়া ১৩২ কেভি, মনু ধলাই ১৩২ কেভি, অমরপুর ১৩২ কেভি, গর্জি ৩৩ কেভি, সেকেরকোট ৩৩ কেভি, মুহুরীপুর ৩৩ কেভি, নিদয়া ৩৩ কেভি এবং ডালাক ৩৩ কেভি নতুন বিদ্যুৎ সাব-স্টেশনগুলি শীঘ্রই চালু করা হবে। পাশাপাশি গৌরনগর ১৩২ কেভি বিদ্যুৎ সাব স্টেশনটিরও ক্ষমতা বর্ধিত করা হয়েছে এবং শীঘ্রই এটি চালু করা হবে। এছাড়াও ১৩২ এবং ৩৩ কেভি বিভিন্ন বিদ্যুৎ সাব-স্টেশনের উন্নয়নের কাজ চলছে বলে বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানান। তিনি জানান, রাজ্যে আসন্ন দুর্গাপূজা ও দিপাবলীদিনগুলিতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম গুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। ইতিমধ্যে প্রায় ৯৫ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। জঙ্গল পরিস্কার, ট্রান্সফরমার পরিবর্তন ও মেরামতি, বিদ্যুৎ খুঁটি ঠিক করা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজ করা হয়েছে। পুজোর সময় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে বিদ্যুৎ কর্মীদের শিফটিং ডিউটির ব্যবস্থা সহ বিদ্যুৎ পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত সকল বিদ্যুৎ কর্মীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে বলে বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানান।

সংবাদ ত্রিপুরা

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক প্রকাশিত
এবং গণেশ আর্টস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ।। সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ।